স্মৃতিস্মারক-২০১৭ খ্রি.

আলিম পরীক্ষার্থীবৃন্দ ২০১৭ ঈসায়ী

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা

ভূইঘর, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ ।

০১৭১২২৬৩৬৬৭, ০১৭৯০৭০৮৬৫৬

ই-মেইল: bdsmadrasah@gmail.com

Web: www.bhuigharmadrasah.edu.bd

সম্পাদনা পরষদ

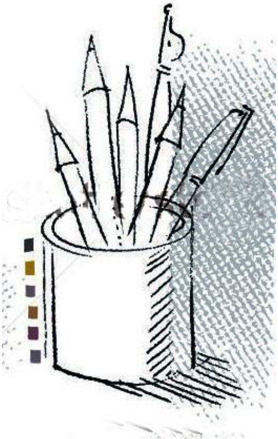

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মাননীয় বিচারপতি এ.কে.এম. জহিরুল হক

পৃষ্ঠপোষক

মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ

অধ্যক্ষ, **ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা**

উপদেষ্টামন্ডলী

জনাব মাওলানা অজিউল হক
জনাব মুহা. আঃ রশীদ
জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম
জনাব নাজমা আক্তার
জনাব রেনু আক্তার
জনাব কাজী মশিউর রহমান

সম্পাদক

জনাব মুহা. হারুনুর রশীদ

সহযোগিতায়

খালেদ সাইফুল্লাহ
আব্দুল্লাহ তামিম
জাহিদুল্লাহ রাকিব
ইবরাহিম খলীল

প্রকাশক

দারুচ্ছুন্নাহ প্রকাশনী

প্রকাশকাল

মার্চ, ২০১৭ খ্রি.

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস

আলিফ প্রকাশন
মোঃ ইব্রাহিম

যে ভাবে সাজিয়েছি

সভাপতির বাণী
অধ্যক্ষের কথা
সম্পাদকের কলম থেকে
এক নজরে মাদরাসা পরিচিতি
জমি দাতা সদস্যদের নাম
২০১৫ ঈসায়ী সনের দাখিল পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের
শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দের নাম ও মোবাইল নম্বর
২০১৫ ঈসায়ী দাখিল পরীক্ষার্থীদের দোয়া অনুষ্ঠান উপলক্ষে
অধ্যয়নরত ছাত্রদের পক্ষ থেকে
চিরউন্নত আল্লাহর অস্তিত্ব ঃ কুরআন ও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণ
ইযঁরমযধৎ উধৎঁংংঁহহধয ওংষধসরধ অষরস গধফৎধংধয:
অহ ওফবধষ ঊফঁপধঃরড়হধষ ওহংঃরঃঁঃব
দাগ
গণিত বিষয়ে টিপস
শূণ্যতা
আনন্দাশ্রু
অর্থ না বুঝে কুরআন তিলাওয়াতও ইবাদত

স্মৃতি কথা

بمجيئك الخير
কি পেলাম দারুচ্ছুন্নায়
কবিতা সম্ভার
২০১৫ সালের দাখিল পরীক্ষার্থীদের নাম
২০১৫ সালের দাখিল পরীক্ষার সময়সূচি

সভাপতির বাণী

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসার ২০১৭ সালের আলিম পরীক্ষার্থীদের উদ্যোগে "স্মৃতিস্মারক ২০১৭" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তাদের এ মহতী উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

শিক্ষা জীবনে সফলতার সোনালী সিঁড়ি বেয়ে শিখরে আরোহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সোপান হলো আলিম পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উম্মোচিত হয়, নির্ধারিত হয় ভবিষ্যত জীবনের গতিপথ। একদল সৎ, দক্ষ ও মেধাবী জনশক্তি বির্নিমাণের যে মহান ব্রত নিয়ে এ প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা তোমাদের দ্বারা অর্জিত হবে ইন্‌শা আল্লাহ। আমি গভার্ণিং বডির পক্ষ থেকে তোমাদের সুন্দর ও উজ্জ্বল আগামীর প্রত্যাশা করছি। মহান সৃস্টিকর্তার নিকট সর্বান্তকরণে কামনা করছি যে তোমরা যেন এ পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে উপনীত হতে পার।

আজ অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসে ইসলামি কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতা বিলীনের পথে, অন্যায়-অনাচার আর দুর্নীতির বিষবাষ্পে সমগ্র বিশ্ব আচ্ছন্ন। অসত্য ও অত্যাচারের হিংস্র থাবায় আজ মানবতা বিপন্ন প্রায়, ভূলণ্ঠিত মানবিক মূল্যবোধ। অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে সর্বত্র।

দেশ ও জাতির এহেন সংকটময় মূহুর্তে আল্লাহ তা'য়ালার উপর অবিচল আস্থা নিয়ে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে তোমরা জাতির ত্রাণকর্তার ভূমিকায় আবির্ভূত হবে এটাই মনে প্রাণে প্রত্যাশা করছি। দু'আ করি আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের চলার পথকে কোমল ও মসৃণ করুণ। (আমীন)

বিচারপতি এ. কে .এম. জহিরুল হক
মাননীয় বিচারপতি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
সভাপতি
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইস. ফাযিল মাদরাসা

অধ্যক্ষের কথা

ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসার ২০১৭ সালের আলিম পরীক্ষার্থীদের উদ্যোগে "স্মৃতিস্মারক ২০১৭" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মহান আল্লাহর দরবারে এ মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। "স্মৃতিস্মারক ২০১৭" এর মাধ্যমে মাদরাসার নিয়মিত প্রকাশনা কার্যক্রম অব্যাহত আছে, এ জন্য স্মারক সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

মানুষের জীবন প্রতিযোগিতার একটি মঞ্চ স্বরূপ। ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, কঠোর অধ্যবসায়, মহান আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহ ব্যতিত সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়। আজ তোমরা শিক্ষা জীবনের এমন এক অতীব গুরুত্ববহ পরীক্ষায় অবতীর্ণ যার ভালো রেজাল্টই পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার মূল পাথেয় বা চালিকা শক্তি। মহান প্রভুর দরবারে আজ এ প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন তোমাদের সফলতার সোনালি রেশমী চাদরে জড়িয়ে দেন। এ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা উজ্জ্বল হয় এমন ফলাফলকে সাথী বানিয়ে তোমরা যেন আবার এ দারুচ্ছুন্নাহ ক্যাম্পাসে ফাযিল শ্রেণির শিক্ষার্থী হিসেবে প্রত্যাবর্তন করে এ পুষ্প কাননকে মুখরিত করতে পার।

আজ ওমর, আলী, খালেদ ও তারেক এর মতো বীর সৈনিক, ইমাম গায্যালীর মতো দার্শনিক, শেখ সাদীর মতো কবি, আবু হানিফার মতো শ্রেষ্ঠ ফকীহ, আবুল কাসেম ফেরদৌসীর মতো কথা সাহিত্যিকদের উত্তরসূরী বড় প্রয়োজন। যারা ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রপাগান্ডা ও ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে সমাজে সত্য ও ন্যায়ের মশাল জ্বালাবে, ইসলামের সুমহান আদর্শিক চেতনায় মুসলিম জাতিকে উজ্জীবিত করবে, সৃষ্টি করবে এক নতুন পৃথিবী।
আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য প্রতিযোগিতাময় কন্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথকে কোমল, মসৃণ করে ইহকালীন ও পারলৌকিক কল্যাণ দান করুণ। (আমীন)

মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ
অধ্যক্ষ
ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইস. ফাযিল মাদরাসা

সম্পাদকের কলম থেকে............

অশুভ শক্তির দানবী ত্রাসে আজ ভুলণ্ঠিত বিশ্ব মানবতা । নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, নিপীড়িত আর শোষিত বণী আদমের আর্তনাদ-আহাজারিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত । নব্য হালাকুখান, চেঙ্গিসখান, তাতার ও তার দোসরদের হিংস্র ও পাশবিক থাবায় সবুজ, শ্যামল মৃত্তিকা শোণিত ধারায় রঞ্জিত । অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসে ইসলামী সভ্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন । কাবার পথের যাত্রীদের টুঁটি চেপে ধরার সকল আয়োজন সম্পন্ন ।

প্রগতিশীল এ অধুনা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে মিডিয়া । পাশ্চাত্য মিডিয়ার বিষাক্ত ছোবলে ধরা পৃষ্ঠে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে । আর ইসলাম বিদ্বেষী অশুভ শক্তি মিডিয়াকে ইসলামের বিরুদ্ধে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে । এহেন সংকটময় মুহুর্তে এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আজ শক্তিশালী ইসলামি মিডিয়ার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে তীব্রভাবে । তাই মিডিয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের দৈন্যতা ঘুচাতে আজ ইসলামী ভাবধারা বিশিষ্ট এমন কলম সৈনিকদের অতীব প্রয়োজন যাদের নিপুন তুলির আচঁড়ে নবরঙ্গ লাভ করবে বিশ্ব মানচিত্র । আবার স্বগৌরবে জেগে উঠবে সেই সিংহ শাবকের দল ।

সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার দৃঢ় প্রত্যয় ও দীপ্ত মনোবল নিয়ে, হেরার জ্যোতিতে নিজেকে উদ্ভাসিত করার মানসে, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের মুখে একরাশ হাসির শতদল ফুটানোর অভিপ্রায়ে, ইসলামের ঝান্ডাকে আবার সমহিমায় উড্ডীন করার দূর্বার তামান্নায় জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে একদল সত্য সন্ধানী মধু মক্ষিকা দারুচ্ছুন্নাহ পুষ্প কুঞ্জে আলিম স্তরের জ্ঞান আহরণের শেষে সম্মুখবর্তী হতে দু'আর মঞ্চে উপবিষ্ট । রেখে যাচ্ছে সোনালি স্মৃতির অফুরন্ত ডালি । সেই ডালি হতে কিছু চির অম্লান, চির অক্ষয় স্মৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যেই "স্মৃতিস্মারক ২০১৭" প্রকাশের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস ।

মূলতঃ শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা, আসাতেজায়ে কেরামদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও আন্তরিক উৎসাহ আর শিক্ষার্থীদের দৃঢ় প্রত্যয় ও সীমাহীন আবেদন সহ সকলের সার্বিক সহযোগিতার যোগফল এ "স্মৃতিস্মারক" ।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিজেদের সীমাবদ্ধতা, সময়ের স্বল্পতা, কাঁচা হাতের লিখনী, অনভিজ্ঞতা ও মুদ্রণ জনিত কারণে ভুল থাকা স্বাভাবিক তাই ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমাসুন্দর ও মার্জনার দৃষ্টিতে দেখার একান্ত অনুরোধ রইল । পরিশেষে "স্মৃতিস্মারক" সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জ্ঞাপন করে সকলের সফলতা কামনায় শেষ করছি ।

মো. হারুনুর রশীদ
সম্পাদক
"স্মৃতি স্মারক ২০১৭"

এক নজরে মাদরাসা পরিচিতি

নাম ঃ ভূইঘর দারুচ্ছুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা
ভূইঘর, নারায়ণঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ। ০১৭৯০৭০৮৬৫৬
E-mail: bdsmadrasah@gmail.com
Web: www.bhuigharmadrasah.edu.bd

অবস্থান ঃ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংকরোডে ভূইঘর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নৈসর্গিক মনোরম পরিবেশে মাদরাসাটির অবস্থান।

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ

ইবতেদায়ী	০১.০১.১৯৮৩
দাখিল	০১.০১.১৯৮৩(সাধারণ ও বিজ্ঞান বিভাগ)
আলিম	০১.০১.১৯৯৬(সাধারণ ও বিজ্ঞান বিভাগ)
হিফজুল কুরআন	০১.০১.২০১৫
ফাযিল	১৩.১১.২০১৬

শিক্ষাস্তর/ বিভাগ ঃ ইবতেদায়ী
দাখিল (সাধারণ ও বিজ্ঞান)
আলিম (সাধারণ ও বিজ্ঞান)
ফাযিল (পাস)
নূরানী বিভাগ ও হিফজুল কুরআন
মহিলা শাখা

শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা ঃ৩৬ জন।

ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ঃ প্রায় সাতশত

মাদরাসার বিশেষত্ব ঃ সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুসরণ,
দলীয় রাজনীতি মুক্ত পরিবেশ।
ইসলামী শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়।
ইনকোর্স, মডেল টেষ্ট, ক্লাস টেষ্ট, মৌখিক ও আমলি পরীক্ষা
মহিলা শাখা মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত।
ইসলামী সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চা ।
তাজবিদসহ কুরআন প্রশিক্ষণ

ভবন ঃ তিন তলা বিশিষ্ট ভবন ২টি, দ্বিতলা ভবন ১টি।
টিনসেট ভবন ৪টি।

বর্তমান অধ্যক্ষ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ
এম.এম. (ফার্ষ্ট ক্লাস) এম.এম (ফার্ষ্ট ক্লাস)

বর্তমান সভাপতি ঃ মাননীয় বিচারপতি এ.কে.এম জহিরুল হক
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

জমি দাতা সদস্যদের নাম

চিরদিন তারা রহিবে অমর মৃত্যুহীন দানবীর
এ জাতি জানাবে লক্ষ সালাম নোয়াইয়া লাখো শির
এ দেশ মাটির কোটি বালুকায় জানায় মাগফেরাত
সেবায় তাদের দূরীভূত হোক এ জাতির জুলুমাত ॥

অধ্যক্ষ ফজলুর রহমান

ক্রম	দাতাদের নাম	জমির পরিমান
০১	মরহুম মোঃ মুসলিম মিয়া	২১ শতাংশ
০২	মরহুম মোঃ আব্দুল গফুর প্রধান	৭০ শতাংশ
০৩	মরহুম মোঃ কাজী আব্দুস সামাদ	১৫ শতাংশ
০৪	মরহুম হাজী মোঃ কমর উদ্দিন আহম্মদ	১৫ শতাংশ
০৫	মোঃ শহীদ উল্যাহ	৬.৫ শতাংশ
০৬	মোঃ কাজী আব্দুস সাত্তার	২ শতাংশ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ بِقَوْمٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। সুরা রাদ : ১১

স্মৃতি স্মারক ২০১৭

শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দের পদবী ও মোবাইল নম্বর

ক্রম	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
০১	মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ	অধ্যক্ষ	০১৭১২২৬৩৬৬৭
০২	মো: আব্দুর রশীদ	প্রভাষক (আরবি)	০১৮১৪৮৪২৯৩৬
০৩	মো: অজিউল হক	প্রভাষক (আরবি)	০১৯২৪৫০৩৯৪০
০৪	মো. হারুনুর রশীদ	প্রভাষক (আরবি)	০১৯১১১৪৩৯৬২
০৫	মোহাম্মদ শাহ্ আলম	প্রভাষক (ইতিহাস)	০১৯১১৩৩২৮৪৬
০৬	মোহাম্মদ শাহ্ আলম	প্রভাষক (রসায়ন)	০১৭১৮৫২২৬৬৬
০৭	মোসা. ফাতেমা খানম	প্রভাষক (ইংরেজী)	০১৭২৭৩১৮৬০৬
০৮	মোসা. নাজমা আক্তার	প্রভাষক (বাংলা)	০১৭৬০০৯৬৬০৬
০৯	মোসা. বিলকিস বেগম	প্রভাষক (জীব)	০১৭৩৪১১৪৩৬১
১০	মো. রেজাউল হক ম-ল	প্রভাষক (গণিত)	০১৭৩২২৪২২৯৪
১১	মো. মেহেদি হাসান সরকার	প্রভাষক (পদার্থ)	০১৯১৩৯৬৯৭৮৭
১২	মো: সাইফুল ইসলাম হাওলাদার	সহ. মৌ.	০১৬৭৬০৮৮১৯১
১৩	মো: বোরহান উদ্দিন	সহ মৌলভী	০১৭১৮২৩০৭৬০
১৪	আ.হ.ম. নুরুল্লাহ	সহ মৌলভী	০১৭২৭৪২৬৯৫২
১৫	মো:আব্দুল হক	সহ শি.ইংরেজি	০১৯২৪৪০৯৬৬২
১৬	আঃ মন্নান খান	স.শি.(সা.বিজ্ঞান)	০১৭১৫৬৬১৮৬৪
১৭	মোসাঃ জাকিয়া আক্তার	সহ.শি.(গণিত)	০১৬৭৯৭১৮৯৩৯
১৮	রেনু আক্তার	স.শি.(বিজ্ঞান)	০১৯১৫০২০১০৬
১৯	মালিকা জাহান	সহ শি. (কম্পি.)	০১৭২৪৬৪৩৬৯৪
২০	মো: সাখাওয়াত হোসেন খাঁন	সহ শি. (কৃষি)	০১৭১৬৮৫৬৪৩৭
২১	মোঃ আতীকুর রহমান নোমানী	ইবতেদায়ী প্রধান	০১৭২৫২৮১৬২৮
২১	মো: আ: আলী	ক্বারী মুজাব্বিদ	০১৮১২৮৮১১৩৬
২২	আবু জাফর মো: সালেহ	জুনিয়র মৌলভী	০১৯১৭০৮১৬৪৯
২৩	কাজী মশিউর রহমান	সহ.শি. জু.গনিত	০১৯১৪৬৩৬৯১৯
২৪	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	ক্বারী মুজাব্বিদ	০১৭১৫২১৮৫০৩
২৫	মোসা. জরিনা আক্তার	সহ. শিক্ষক	০১৯২১৬৫৫৭৬৮
২৬	আতিকুর রহমান	সহ . শিক্ষক	০১৬৭৫৪৯৩৯২৪
২৭	মোসা. সালমা বেগম	সহ. শিক্ষক	
২৮	মোসাঃ খাদিজা আক্তার	সহ. শিক্ষক	০১৬৮৫৩০৬৫৪৮
২৯	জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস পলি	সহ. শিক্ষক	০১৭২৬৫৬৬৪১০
২৯	জনাব ফাতিমা শরীফ	এইসএসসি, দাওরা	
৩০	মোঃ গোলাম কিবরিয়া	হিফজ শিক্ষক	০১৮১১৯৯৭৪৩১
৩১	মো. ইসরাফিল	নুরানী শিক্ষক	০১৯৮৭০৪৮৯৫৭
৩২	মোঃ আনোয়ার হোসেন	নিন্মমান সহকারী	০১৭১৯০৩৮৯৩৭
৩৩	মো. ইব্রাহিম	কম্পি.সহকারী	০১৬৭৫২৫০৬১৮
৩৪	মোঃ আঃ কাদির	এম.এল.এস.এস	০১৭৬৬৩৯২৭৪৯
৩৫	মোঃ শাহজাহান সরদার	এম.এল.এস.এস	০১৬৮৭৭৫৬২৫৮

২০১৭ ঈসায়ী আলিম পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে

দু'আ কামনা

চৈত্রের কাঠফাটা রোদে একফোঁটা পানি পানের নিমিত্তে তৃষ্ণার্ত চাতক যেভাবে ছুটে আসে জলধারার নিকট, ঠিক তেমনি ইলমের মধু আহরণের জন্য ভ্রমর হয়ে ছুটে এসেছিলাম ঐতিহ্যবাহী দীনী বিদ্যা-নিকেতন প্রিয় এই দারুচ্ছুন্নাহ-কাননে। ভালোবেসেছিলাম শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয় থেকে শুরু করে এর প্রতিটি বালু-কণাকেও। মায়ের মমতা, বাবার দায়িত্বশীলতা, বোনের ভালোবাসা আর ভাইয়ের সহযোগিতা- আমরা এ সব কিছুই পেয়েছি দারুচ্ছুন্নাহ থেকে। তাই দারুচ্ছুন্নাহর সাথে সৃষ্টি হয়েছে অন্তরের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। গড়ে উঠেছে আত্মার এক নিবিড় বন্ধন। যা কখনোই ছিঁড়ে যাবে না। তারপরো অপ্রিয় এ সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আর তা হল সময়ের নিষ্ঠুর আহ্বানে বিদায়ের নীরব সাড়া। তাই আমাদের মন আজ ক্ষত-বিক্ষত। হৃদয় আজ বেদনা-ভারাক্রান্ত। সবার চোখেই জমা হয়েছে একরাশ 'বর্ষা'। হৃদয়ের গহীনে বারবার বেজে উঠছে সকরুণ সুর–

"তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না,
কোলাহল করি' সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙ্গিব না।"

হে দারুচ্ছুন্নাহ মাদরাসার কান্ডারী!

আপনার মতো একজন আদর্শ শিক্ষাগুরুর স্নেহ-সান্নিধ্যে থেকে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেয়েছি আমরা। এ আমাদের জীবনের এক পরম সৌভাগ্য। আপনার স্নেহমাখা ব্যবহার এবং সারগর্ভ আলোচনা, আমরা কোনদিন ভুলবো না। দু'আর গুরুত্ব, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, আদর্শ মানুষের পরিচয়– আমরা এগুলো শিখেছি আপনার কাছ থেকেই। আপনার প্রদত্ত জ্ঞান আমাদের মন ও মানসকে করেছে সরস ও উর্বর। আপনি আমাদের হৃদয়ে জ্বালিয়েছেন আলোর মশাল। তাই আমরা আপনার জন্য দ'আ ও প্রার্থনা করবো চিরকাল। আপনিও আমাদের জন্য শুভকামনা করবেন। দু'আ করবেন, আমরা যেন ইলম ও আমলের সমন্বয়ে নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা হিসেবে গঠন করতে পারি। আমরা যেন দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর দেখমতে 'নিবেদিতপ্রাণ' হতে পারি।

ওহে উস্তায মহোদয়গণ!

জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে নিজেদের সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সুখকর এক 'স্বপ্ন' নিয়ে আমরা এসেছিলাম আপনাদের পদপ্রান্তে। পর মমতা আর গভীর ভালোবাসায় আপনারা আমাদের আপন করে নিয়েছেন। ঠাঁই করে দিয়েছেন হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটায়। আমাদের জীবনকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে আপনারা স্বীকার করেছেন রাতজাগা পরিশ্রম। তুচ্ছ করেছেন নিজেদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। জলাঞ্জলি দিয়েছেন নিজেদের সব স্বপ্ন ও সাধ। বিনিময়ে আমরা কিছুই দিতে পারিনি। দিয়েছি একরাশ কষ্ট, আর একবুক বেদনা। তাই এ অন্তিম মুহূর্তে এসে করজোড়ে মিনতি করছি, আপন ঔদার্য দ্বারা আপনারা সেগুলো ক্ষমা করে দেবেন। দুআ করবেন, আমরা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেখে

যাওয়া সুন্নাতের ধারক ও বাহক হয়ে নিজেদেরকে আদর্শ সৈনিক হিসেবে তৈরি করতে পারি। আমরা যেন আপনাদের নির্দেশিত পাথে আপন জীবন পরিচালনা করতে পারি।

হে অগ্রজ ভাইয়েরা!

আমাদের সুখ-দুঃখের পরম আশ্রয়স্থল ছিলেন আপনারা। মনের কথা মন খুলে বলা যেত আপনাদের কাছেই। আপনারা আমাদের দুঃখে সান্ত্বনা দিতেন, আর সুখের সময় উৎসাহ যোগাতেন। যে কোন সমস্যায় বন্ধুর মতো পাশে এসে দাঁড়াতেন আপনারা। কিন্তু, ছোট ভাই হিসেবে আমরা পারিনি আপনাদেরকে যথাযথ ভক্তি ও কদর করতে। তাই বড় ভাই হিসেবে নিজগুণে ছোট ভাইদের ক্ষমা করে দেবেন। দুআ করবেন, আমরা যেন আপনাদের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

ওগো অনুজ ছোট্ট ভাইয়্যারা!

শিশির-ভেজা সবুজ ঘাসের মতোই সবুজ মোতাদের মন। প্রস্ফুটিত বাগানের গোলাপ-কলির মতোই পবিত্র তোমাদের জীবন। তাই তোমাদের সাথে সৃষ্টি হয়েছে হৃদয়ের এক অপূর্ব বন্ধন। এ বন্ধন দু দিনের নয়, চিরকালের। যদি বড় ভাইদের কোন আচরণে তোমাদের কোমল হৃদয়ে এতটুকু ব্যাথাও অনুভূত হয়, তবে অশ্রুভরা চোখ-পানে তাকিয়ে তোমরা আমাদের ক্ষমা করো। দুআ করো যেন ইজ্জত ও তাকওয়ার জিন্দেগী আমরা গঠন করতে পারি। উজ্জ্বল প্রদীপ্ত সোনালী ভবিষ্যত যেন আমাদের দ্বারে কড়া নাড়ে। সফলতা যেন পদচুম্বন করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

হে প্রিয় দারুচ্ছুন্নাহ!

আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় রেখে, আউলিয়া কেরামের অনুসৃত পথে, কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহভীরু, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাই হল তোমার মহান লক্ষ্য। অভীষ্ট এ লক্ষ্যে পৌঁছতে যে কোন ধরণের সহযোগিতার প্রয়োজন হলে, আমাদেরকে তুমি কাছে ডেকো। আমরা প্রাণের বিনিময়ে হলেও তোমার সে আহ্বানে সাড়া দেব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে অধম বান্দাদের বিনম্র ফরিয়াদ– হে আল্লাহ! হে করুণাময় আল্লাহ! দারুচ্ছুন্নাহ পরিবারের সকলকে আপনি কবুল করুন। আর যিনি এ পরিবারের অভিভাবক; তাঁকে আপনি নেক হায়াত দান করুন, ঈমানের সাথে আসানীর মৃত্যু দান করুন এবং পরম সুখের চিরস্থায়ী জান্নাতে জায়গা দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বুল আলামীন!

আলিম পরীক্ষার্থীবৃন্দ
২০১৭ ঈসায়ী

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। সুরা তালাক্ব : ০৩

২০১৭খি. আলিম পরীক্ষার্থীদের দু'আ অনুষ্ঠান উপলক্ষে অধ্যয়নরতছাত্রদের পক্ষ থেকে

দু'ফোটা অশ্রু

আগমন করিলে বিদায় নিতে হয়, দুনিয়াতে কেউ চিরন্তন নয়
আগমন যাহার বিদায় তাহার, চলছে ধরাময়

সকলে নিয়মের ফ্রেমে বাঁধা। জীবন চলার পথে এক চিরন্তন সত্য বিদায়। নিয়মের ধারাবাহিকতায় আজ বিদায় নামক বেদনার কালবৈশাখী ঝড় উপস্থিত। তাই বলতে হয়, বিদায়-সেতো জীবন-প্রকৃতির এক নির্মম খেলা। বিদায় দিতে হয়, নিতে হয়- জীবনের আহবানে। ভাবতেই বুক ফেটে যায়, নেত্র কোণে নোনা জলেরা এসে ভিড় জমায়। তাই বিদায় দেব না বন্ধু তোমাদের, দেব অগ্রজও অনুজদের পক্ষ থেকে বেদনা বিধুর স্বশ্রদ্ধ অভিবাদন। কবি মন বলে-

কত অপরাধ করেছি মোরা ব্যথা দিয়েছি মনে
বিদায়ের বেলা ভুলে যেও সব রেখোনা হৃদয়-কোণে
তোমরা চলেছ আমাদের ছেড়ে হৃদয় বিহগ গেয়ে
অশ্রু ঝরেছে তাইতো আজি দুচোখের কোণ বেয়ে।

হে বিদায়ী বন্ধুরা!

মৌমাছিরা যেমন ফুলবাগানে এসে তার গুঞ্জরণে বাগানকে করে তুলে মুখরিত। সন্ধ্যাকালে ফুল সংগ্রহ করে আবার চলে যায় আপন নীড়ে। তেমনি তোমরা হেরার জ্যোতি আহরণে মধুমক্ষিকা হয়ে এসেছিলে এ পুষ্প কাননে। তোমাদের পদচারণায় মুখরিত ছিল এ বিদ্যা নিকেতনটি। আমাদের ভ্রাতৃত্বের স্বর্ণালী মায়ার বন্ধনের জালে আবদ্ধ করে রেখেছিলে। যা কোন দিন হারিয়ে যাবার নয়। স্মৃতির ডায়েরীতে সোনালী হরফে লেখা রয়েছে তোমাদের সৌহার্দপূর্ণ, হৃদ্যতাপূর্ণ সর্ম্পকের কথা। কবির ভাষায়-

কিভাবে তোমাদের জানাবো ভালবাসা, হারিয়েছি আজ মনের ভাষা,
আজ মোরা প্রাণহীন, হীন শক্তি বৃহৎ আশা।

হে বিদায়ী কাফেলা!

জীবন চলার বাহনে আমরা তোমাদের সহযাত্রী ছিলাম। তোমরা আজ যাত্রা বিরতি দিচ্ছ। আজ হৃদয়ের ক্যানভাসে শত শত স্মৃতি রাশি সুখ-দুঃখের চিত্র নিয়ে হাজির হচ্ছে, নাড়া দিচ্ছে বিগত দিনের স্মৃতি জড়ানো মুহূর্তগুলোকে। তোমাদের আমরা বেঁধেছিলাম এক অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে, আজ সে গ্রন্থির সাময়িক বিচ্ছেদ ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছে আমাদের কোমল হৃদয়কে। তবে এ কথা সত্য, এ বিদায়ের অন্তরালে শুধু বেদনাই নয়- আছে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

জীবন পথে ভেবেছি সাথী , ভাবিনি অন্য কিছু,
যদি ব্যথা দিয়ে থাকি , তবে ফিরে তাকিও না পিছু।

হে প্রেরণার মশালধারীরা

আজ অহী বিবর্জিত, নীতিহীন বস্ততান্তিক শিক্ষার বিষবাষ্পে বিষায়িত এ পৃথিবী। এমনি মুহূর্তে ইসলামি শিক্ষার ঝা-া সর্বত্র উড্ডীন করতে তোমাদের অগ্রযাত্রা শুরু। তোমাদের পারেনি দুনিয়ার কোন চাকচিক্য আকৃষ্ট করতে। বাহ্য জগতের সবকিছুকে পিছে ফেলে

তোমরা এসেছিলে এ গুল বাগে ওহীর জ্ঞানসুধা পান করতে। তাইতো ক্ষুধা-অন্ন, নিদ্রা-অনিদ্রা কোন কিছুই বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছঁতে। কবির ভাষায়

হে জীবন সমূদ্রের দুঃসাহসী নাবিক দল, আজকে তোমার পাল উঠাতেই হবে,
ছেড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি, ভাঙ্গা মাস্তুল দেখে দিক দিক করতালি
তবুও জাহাজ আজ ছুটাতেই হবে।

হে অপরাজেয় বীর সেনানীরা!

সারাবিশ্ব আজ দ্বীন ও শরীয়তের সঠিক জ্ঞান-শূন্যতার মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত জীবন যাপন করছে। এ তৃষ্ণা নিবারণের মাধ্যম হচ্ছে ওহীর বারিধারা। সে বারিধারার ধারক-বাহক হয়ে তোমরা ছেড়ে যাচ্ছ এ শিক্ষা নিকেতন। জাতি আজ তোমাদের দিকে তাকিয়ে। তোমরা ওহীর বারিধারার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যতসব কুসংস্কার, গোমরাহী, শিরক-বিদয়াত, অপসংস্কৃতি আর বে-দ্বীনিয়াতের ভিত্তি। ফিরিয়ে আনবে সেই স্বর্ণালী শাসনের যুগ। আজ তোমাদের জাগতেই হবে, এ জাতির নব জাগরণ আনতেই হবে। কবির ভাষায়-

ওরে ও তরুণ নিশান, বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান, উড়ুক প্রাচীন প্রাচীর ভেদী।

হে দাখিল পরীক্ষার্থী বন্ধুরা!

আজ তোমরা একাডেমিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের সম্মুখীন। এ যুদ্ধে তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এর মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে আনবে। জয় করবে আসাতেজায়ে কেরামের মন, উজ্জ্বল করবে তোমাদের প্রিয় কাননের ভাবমূর্তি। সর্বোপরি তোমরা পৌঁছে যাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে, আরোহণ করবে সাফল্যের চূড়ান্ত সোপানে; এ প্রত্যাশাই আমাদের। কবির ভাষায়

সুবহে সাদিক আনছে ডেকে, নতুন দিনের পূর্বাভাস,
তোদের আছে ক্ষিপ্ত মসি, আধাঁর যত কর বিনাশ।

পরিশেষে ঃ

জীবনের তাগিদে, সময়ে প্রয়োজনে, বাস্তবতার কাছে হার মেনে, স্বপ্নের এ কাননের পুষ্পদের ছেড়ে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর যে প্রান্তই তোমাদের পদচারণায় মুখরিত হোক না কেন শ্রদ্ধার সাথে আবেদন জানাই ভুলে যাবে না এ দারুচ্ছুন্নাহকে, ভুলবেনা এ কাননের কা-রীকে, পিতৃসম-বন্ধুতুল্য আসাতেজায়ে কেরামদের, মুছে ফেলবে না এ কাননের পুষ্পদের ভালবাসা হৃদয় মুকুর থেকে। চিরদিন অটুট রাখবে তোমার ও এ কাননের মাঝে সৃষ্ট ঈমানী ভালবাসার বন্ধনকে। আমৃত্যু অনড় থাকবে এ কাননের আদর্শ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উপর। এ প্রত্যাশা রেখে আবারও তোমাদের জানাই সশ্রদ্ধ সালাম।

অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ
ভূইঘর দারুস্‌সুন্নাহ ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা
২০১৭ ঈসায়ী

পরীক্ষার্থীদের করণীয়

মাও. অজিউল হক (উপাধ্যক্ষ)

আরবীতে প্রবাদ আছে عند الامتحان يكرم الرجل اويهان অর্থাৎ পরীক্ষা দ্বারাই একজন মানুষ সম্মানিত ও অপমানিত হয়ে থাকে ।একজন ব্যক্তির জীবনে সফলতার অনেকটাই নির্ভর করে পরীক্ষার উপর ।বিশেষ করে ছাত্রজীবনটা হলো মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই ছাত্রের জীবনে পরীক্ষার গুরুত্ব অনেক । এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর ছাত্রের পরবর্তী জীবনের সফলতা নির্ভর করে। তাই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা প্রত্যেক ছাত্র / ছাত্রীদের জন্য আবশ্যক ।আলিম পরিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে নিম্নে পরিক্ষার্থীদের জন্য কিছু করণীয় বর্ণিত হলো ।

একজন পরীক্ষার্থীর জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো মাদরাসার নির্বাচনী পরীক্ষার পর থেকে বোর্ড পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত ।কারণ এই সময়টা হলো অন্তিম সময় ।এই সময়ের মধ্যে ভালো করে পড়া লেখা করলে ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব হয়। তাই নিম্মোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহন করা যেতে পারে।

- সময় বন্টন করে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো মুখস্ত করা ।
- মনে রাখার জন্য বেশি বেশি লেখা ।
- সংক্ষেপে যে কোন বিষয় রিভাইস দেয়ার জন্য প্রশ্নের শিরোনাম বা হেডিংগুলো খাতায় লিখে সেদিকে তাকিয়ে বিস্তারিত উত্তর মনে করার চেষ্টা করা ।মাঝে মাঝে আটকে গেলে উত্তর খুলে দেখা।
- বেশি রাত জাগা থেকে বিরত থাকা। দিনে নির্দিষ্ট সময় ঘুমানো ।যেমন : দুপুরের খাবারের পর একটু ঘুমানো ।
- কোন প্রশ্ন বুঝে না আসলে তাৎক্ষনিক আদবের সাথে কোন উস্তাদের কাছ থেকে বুঝে নেয়া।
- পিতা মাতা, উস্তাদ ও মুরব্বীদের কাছ থেকে দোয়া নেয়া ।
- নিজেও আল্লাহর কাছে ভালো ফলাফলের জন্য দোয়া করা ।
- স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখা। অযথা সময় নষ্ট না করা ।
- "আমি একজন পরীক্ষার্থী" এই কথা সবসময় স্মরণ রাখা ।
- যেদিন যে বিষয়ের পরীক্ষা, সেদিন পরীক্ষায় বা হলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঠান্ডা মাথায় একনজর দেখে নেয়া ।
- হাতে সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে হলে গমন করা।
- ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে ২রাকাত সালাতুল হাজত নামায পড়া এবং বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ বলে বের হওয়া ।
- সাবান, স্যাম্পু, দিয়ে ভালোভাবে গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করে হলে যাওয়া ।কারণ পরিচ্ছন্নতা মনকে ভালো রাখে।

- ❖ ঘর বা বাড়ি থেকে বের হওয়ার পূর্বে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যথা - প্রবেশ পত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, ঘড়ি, কলম, ক্যালকুলেটর, জ্যামিতি বক্স, টিস্যু ইত্যাদি সাথে নেয়া। নতুন কলম হলে পূর্ব থেকে দাগিয়ে চালু করা এবং অবশ্যই বিকল্প কলম সাথে নেয়া ।
- ❖ হলে প্রবেশ করে নির্ধারিত আসনে বসা এবং খাতা দিতে দেরি হলে মনে মনে দরূদ পড়া। এতে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়।
- ❖ খাতা দেয়ার পর পুরোটা চেক করে নেয়া । এর পর সাবধানতার সাথে প্রয়োজনীয় কলাম পূরণ করা ।
- ❖ প্রশ্ন পাওয়া পর্যন্ত মনে মনে দরূদ শরীফ পড়তে থাকা। আর অযথা কথা বলে হলের পরিবেশ নষ্ট না করা ।
- ❖ প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পর পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে প্রশ্নটা পড়া ।
- ❖ প্রশ্ন পড়ার পর নিজের কাছে সহজ মনে হয় এমন প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা শুরু করা।
- ❖ প্রশ্ন লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই সময় বন্টন করে লেখতে হবে।সময় ভাগের নিয়ম হলো ৩ ঘন্টায় মোট ১৮০ মি. এর থেকে ১০ মি. বাদ দিয়ে ১৭০ মি. থাকে। এই সময়কে ১০০ দ্বারা ভাগ করে প্রশ্নের জন্য নির্দিষ্ট সময় দিয়ে লিখতে হবে । যেমন ১০ নাম্বারের একটি প্রশ্নে লিখার জন্য বরাদ্দকৃত সময় হলো (১৮০-১০=১৭০÷১০০ = ১.৭×১০=১৭ মি.
- ❖ পরিষ্কার ভাবে লিখা ও বেশি কাটাকাটি না করা ।প্রয়োজনে এক দাগের মাধ্যমে কাটা ।
- ❖ প্রশ্নের মধ্যে পয়েন্ট বা হেডিং করা এবং মূল হেডিং ও সাব হেডিং ডিজাইন করা
- ❖ কোন প্রশ্ন কমন না পড়লে চিন্তা ভাবনা করে যা পারা যায় লিখে আসা ।এবং কোন প্রশ্নের উত্তর যেন বাদ না পড়ে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা ।
- ❖ প্রশ্নের উত্তরগুলো বিচ্ছিন্নভাবে না লেখে একত্রে লেখার চেষ্টা করা। যেমন ক..খ..গ..ঘ. ।বিচ্ছিন্নভাবে লিখলে পরীক্ষক বিরক্ত হতে পারে এবং নাম্বার কম দেয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ❖ পৃষ্ঠার অর্ধেকের বেশি জায়গা না থাকলে নতুন প্রশ্ন শুরু না করা ।এবং পৃষ্ঠার শেষ প্রান্তে নতুন প্রশ্ন শুরু না করা ।
- ❖ খাতার বামে মার্জিন রাখা। প্রয়োজনে রঙিন কলম (লাল বাদে) দ্বারা হেডিং গুলো সাজ করা এবং খাতায় বক্স স্কেলিং করা ।
- ❖ কোন পরীক্ষা যদি খারাপ হয় তাহলে অযথা টেনশন না করে বরং দোয়া করতে থাকা ।
- ❖ হলের পরিদর্শকদের সাথে ও কর্মচারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা ।
- ❖ প্রশ্ন ফাঁসের গুজবের কথায় কান না দিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়া লেখা করা ।
- ❖ ভালো ফলাফলের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকা ।
- ❖ হলের মধ্যে নকল করা সহ অন্যান্য অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকা ।
- ❖ গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা ।তা না হলে রহমতের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল করার তাওফিক দান করুক। আমিন !

তাওয়াক্কুলের স্বরূপ

হাকীম মো. হারুনুর রশিদ, প্রভাষক (আরবি)

তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা থাকতে হবে একমাত্র আল্লাহর প্রতি। মুমিনজীবনে উপকারী এবং অপরিহার্য গুণাবলীর মধ্যে এটি অন্যতম। আর এই গুণটি মুমিনকে আল্লাহর নৈকট্যলাভে ভূমিকা রাখে। আর আল্লাহর কৃপা বান্দার জন্য অবধারিত হওয়ায় সাহায্য করে। পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ হচ্ছে-ومن يتوكل على الله فهو حسبه

অর্থাৎ যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হন।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবো।

আব্বাসীয় বংশের মহাপ্রতাপশালী খলিফা হারুনুর রশিদের কথা কে না জানে! তিনি যেমন ছিলেন জ্ঞানী, বিচক্ষণ, ন্যায়বিচারক তেমনি ছিলেন প্রজাবৎসল। তাঁকে ইতিহাসে কিং বোল্ড সুপার অফ বাগদাদ বলা হয়। নিম্নে তাঁর একটি ঘটনা তুলে ধরা হল।

একদা মসজিদে জামাত শেষ হওয়ার পর খলিফা তার এক বন্ধুকে মসজিদে বসে থাকতে দেখলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন,

-কি হে দোস্ত! ইদানিং তোমাকে দেখি সারাক্ষণ মসজিদেই পড়ে থাকো! কারণ কি? তোমার কাজকর্মের কি খবর? ব্যবসা-বাণিজ্য কে দেখাশোনা করছে?

বন্ধু উত্তর দিলেন,

-ব্যবসা তো ছেড়ে দিয়েছি।

-কেন চাকরী নিয়েছ নাকি?

-না, কোন চাকরী ব্যবসা কিছুই করছি না।

-তাহলে তোমার যে শান-শওকতের খরচ, তা শামলাবে কি দিয়ে?

- ওসব আমার আল্লাহই চালাবে। আমার সেসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

- তার মানে কি? আল্লাহ কেমন করে চালাবে?

- কেমন করে চালাবেন, সেটা তিনিই জানেন। সেটা আমার বিষয় নয়। আমার কাজ হল তার উপর ভরসা করে যাওয়া। আর তার কাজ হলো ভরসাকারীর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা। একথা শুনে খলিফা বললেন,

-আসলে তোমার মূল ঘটনাটা কি? তুমি কি বুঝাতে চাচ্ছো?

বাদশার প্রশ্নবানে বিরক্ত হয়ে বন্ধু বললেন,

-বন্ধু, তুমি এসব বুঝবে না। তোমার মত রাজা-বাদশাহদের এসব কথা বুঝানো বড় মুশকিল।

হারুনুর রশিদও নাছোড়বান্দা, রহস্য উদ্ঘাটন না করে ছাড়বেন না।

অবশেষে বন্ধু বলতে রাজি হল,

-শোন তাহলে, আমি একদিন সকালবেলা বাসার ছাদে পায়চারী করছিলাম। এমন সময় পাশের বাগানে গাছের ডালে একটি পাখির বাসা দেখতে পেলাম। ঐ বাসায় দু'টি পাখি ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল অন্ধ এবং খঞ্জর অর্থাৎ চোখেও দেখে না আবার উড়তেও পারে না। কিন্তু অন্য পাখিটি ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ। আমি সারাদিন বসে বসে লক্ষ্য করলাম অন্ধ ও খঞ্জর পাখিটি বাসায় বসে বসে শুধু কিচিরমিচির করে অর্থাৎ আল্লাহর যিকির করে। আর সুস্থ পাখিটি সারাদিন বনবাদাড়ে ঘুরে আর মুখে করে খাবার এনে অন্ধ পাখিটিকে খাইয়ে দেয়। এতে প্রমাণিত হলো যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তার যিকির আযকারে মশগুল থাকে। আল্লাহ পাক তার রিযিকের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেন। এখান থেকে আমি এই শিক্ষা নিলাম এবং সিদ্ধান্তে উপনিত হলাম কোন প্রকার চাকরী বা ব্যবসা করব না। শুধু মসজিদে বসে বসে আল্লাহর যিকির করে যাবো। আল্লাহই আমার রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন।

বন্ধুর এত লম্বা ঘটনা বর্ণনা শেষ হতে না হতেই খলিফার চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করল। তিনি হালকা করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন বন্ধুর গালে। এরপর জিজ্ঞেস করলেন.

-এই বুঝি তোমার তাওয়াক্কুলের জ্ঞান! আচ্ছা বলো তো তুমি কোন পাখিটার সাথে নিজেকে তুলনা করলে! অথচ তোমার উচিৎ ছিল সুস্থ পাখিটার সাথে নিজেকে তুলনা করা। তুমি চাকরী করবে, ব্যবসা করবে, পরিশ্রম করবে, সাথে সাথে আল্লাহর দেওয়া ফরজগুলো আদায় করবে। অর্থসম্পদ উপার্জন করবে হালালভাবে আর এদিয়ে নিজের এবং পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন মিটিয়ে আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করবে। এতিম মিসকিন, দরিদ্র অভাবী লোকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। এভাবে আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবে। আর যদি তুমি মসজিদে বসে বসে সকল কাজকর্ম বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহর যিকির কর ঐ অসুস্থ পাখিটির মতো, তবে তোমার রিযিক হবে অন্য মানুষের দান-সদকা কিংবা যাকাতের খাবার। এজন্যই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

فاذا قضية الصلواة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله

অর্থ : যখন নামায শেষ হয় তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাও এবং আল্লাহর রহমত তালাশ কর। আর এ ব্যাপারে তুমি হালাল উপার্জন অল্প হলেও তার উপর ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর। আল্লাহ তোমার এই উপার্জনকে বরকতময় করে দিবেন। এই হলো তাওয়াক্কুলের আসল পরিচয়।

এরপর বন্ধুটি বুঝতে পারলেন তাওয়াক্কুলের স্বরূপ মূলত কী? তাই তিনি খলিফাকে বললেন,-সত্যিই তুমি মহান আল্লাহর বান্দা, যে তাঁর বাণীর প্রকৃত মর্ম উপলব্ধিকারী।

সত্য-ন্যায়ের সেনানী আমরা, বাংলার বীর মুসলমান
আমরা অজেয়, আমরা অমর তৌহীদ সুরা করেছি পান।
বিরাট মুলুক করেছি বিজয় মাত্র সতের ঘোড়-সওয়ার
জায়নামাজকে কিশতি বানিয়ে উতাল সুরমা হয়েছি পার।
----------কবি রূহুল আমীন খান

পাঁচের বাঁধনে আমরা

নাজমা আক্তার, প্রভাষক (বাংলা)

আমাদের সমগ্র জীবনে পাঁচ সংখ্যাটি এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে, তার প্রতি অনেক সময় আমরা খেয়ালই করি না। আমাদের শরীরিক গঠন থেকে শুরু করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতু বন্ধন রচনাতেও রয়েছে পাঁচের ভূমিকা। এমন কি আমরা যখন কোন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি তখন পাঁচজন যা রায় দেয় তাই মেনে নেই । এভাবেই পাঁচ আমাদের জীবনের সাথে কিভাবে মিশে আছে তার জানা তথ্য গুলো আবার জেনে নেই।

* মানুষের শরীর পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত- ১.চক্ষু ২. কর্ণ ৩. নাসিকা ৪. জিহ্বা ৫.ত্বক এই পঞ্চইন্দ্রিয়ের কোন একটির ব্যাত্যয় ঘটলে তাকে আমরা 'প্রতিবন্ধি' বলে থাকি। পাঁচটি ইন্দ্রিয়সম্পন্ন মানুষকেই কেবল আমরা পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গন্য করি ।

* আমাদের শরীরের একটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে 'হাত'। এই হাতের রয়েছে পাঁচটি আঙ্গুল - ১. বৃদ্ধা ২. শাহাদাত ৩. তর্জনী ৪. অনামিকা ৫. কণিষ্ঠা।
এই পাঁচটি আঙ্গুলের কোন একটি ছাড়া আমরা সম্পূর্ণভাবে কাজ করতে পারিনা।

* মানুষের জীবনে চাহিদা অসীম । যা সংখ্যায় নিরূপণ করা সম্ভব নয়; তথাপি মানুষের একান্ত যে সব চাহিদা রয়েছে সে গুলোকে পাঁচটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় ভাগ করা হয়েছে- ১. খাদ্য ২. বস্ত্র ৩. শিক্ষা ৪. চিকিৎসা ৫. বাসস্থান।
এগুলোকে মানুষের মৌলিক চাহিদা বলা হয়ে থাকে। এর কোন একটিতে অপূর্ণতা থাকলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে ।

* মানুষের সবচেয়ে চরম ও পরম বন্ধু হচ্ছে -'বৃক্ষ' । বৃক্ষকে ছাড়া মানুষের জীবন কল্পনার অতীত । মানুষের এই পরম বন্ধু বৃক্ষের গঠনও পাঁচটি অংশে বিভক্ত- ১. মূল ২. কান্ড ৩. পাতা ৪. ফুল ৫. ফল।
এই পাঁচটি অংশের কোন একটি ছাড়া গাছের পূর্ণতা আসে না। এই কারণেই দেখা যায় অনেক সময় আমরা কোন গাছের ফুল-ফল না ধরলে সেটাকে উপড়ে ফেলি।

* মুসলিম জাতি হিসাবে আমরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী । আর এই ইসলাম ধর্মের ভিত্তি রচিত হয়েছে পাঁচটি স্তম্ভের উপর । ইসলামের এই পাঁচটি স্তম্ভ হলো - ১. কালেমা ২.নামায ৩. রোজ ৪.যাকাত ৫. হজ্জ
ইসলাম ধর্মের এই পাঁচটি স্তম্ভের কোন একটি স্তম্ভ বা খুঁটি যদি আমরা বাদ দেই তাহলে ইসলাম ধর্মে পরিপূর্ণতা লাভ করে না ।

* ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের বিশেষ একটি খুঁটি হচ্ছে 'নামায' । এই নামাযের রয়েছে পাঁচটি ওয়াক্ত- ১. ফজর ২. যোহর ৩.আছর ৪. মাগরিব ৫. এশা।
এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কোন এক ওয়াক্ত বাদ দিতে পারবো না। কেউ যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের যে কোন এক ওয়াক্ত ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে আমরা প্রকৃত মুমিন বলতে পারিনা ।
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারী মুমিনের জন্য রয়েছে পাঁচটি পুরষ্কার -

১. ফজর- চেহারা উজ্জলতা বৃদ্ধি পায় ।
২. জোহর - রুজি রোজগারে বরকত হয় ।
৩. আসর - ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায় ।
৪. মাগরিব - সন্তানাদি উপকারে আসে ।
৫. এশা - নিদ্রায় পরিতৃপ্তি আসে ।

প্রত্যেক মুমিনের জন্য এই পাঁচটি পুরষ্কারের সবগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন একটি পুরষ্কারের প্রয়োজনীয়তাকেও আমরা অস্বীকার করতে পারবো না । এসব পুরষ্কারই আমাদের জীবনে প্রয়োজন ।

* প্রত্যেক মানুষের জন্য রয়েছে পাঁচটি অপেক্ষমান ঘাঁটি । এই পাঁচটি ঘাঁটি বা স্থান হচ্ছে-
১. মৃত্যু ২. কবর ৩. হাশর ৪. মিযান ৫. পুলসিরাত ।

* হাশরের মাঠে প্রত্যেক মুমিনের জন্য রয়েছে অপেক্ষমান পাঁচটি প্রশ্ন -
১. যথাযথ পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় হয়েছে কি ?
২. আমাদের আয় কোন পথে ?
৩. আমাদের ব্যয় কোন পথে?
৪. যৌবনকাল কোন কাজে অতিবাহিত হয়েছে?
৫. সমস্ত জীবন কোন পথে অতিবাহিত হয়েছে?

এই পাঁচটি প্রশ্নের জবাব ব্যতিরেকে কেউই এক পা নড়তে পারবে না। তাই প্রত্যেককেই এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে ।

* “time and tide wait for none " এ কথাটি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ধ্রুবতারার মতো সত্যি। সময়ের পায়ে কেউ কখনো শিকল পরাতে পারেনি বা মালায় গেঁথেও তাকে আটকাতে পারেনি । অর্থাৎ জোর করে বা আদর করে সময়কে কেউ মুঠোয় আনতে পারিনি। তাই প্রত্যেকের জীবনেই সেই পাঁচটি সময় আসার পূর্বেই এই পাঁচটি সময়কে কাজে লাগাতে হবে।

১. অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে কাজে লাগাতে হবে ।
২. ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে কাজে লাগাতে হবে ।
৩. দারিদ্রতার পূর্বে অবসরকে কাজে লাগাতে হবে।
৪. বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে কাজে লাগাতে হবে ।
৫. মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে কাজে লাগাতে হবে।

সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের চেতনে-অবচেতনে, সজ্ঞানে-অজ্ঞানে, মনে-প্রাণে, অন্তরে-বাহিরে, ইহজগতে-পরজগতে সর্বত্রই পাঁচের অস্তিত্ব বিরাজমান । আমরা কোনসময়ই পাঁচের বাঁধন থেকে নিজেকে ছিন্ন করতে পারবো না । প্রত্যেক পাঁচের বাহুডোরে আমরা বন্দি। তাই প্রত্যেক পাঁচের সাধনায়-আরাধনায় আমাদের ব্রতী হওয়া উচিত। প্রতিটি পাঁচের যথার্থ ব্যবহার আমাদেরকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি এনে দিতে পারে ।

নন্দিত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস এর কিছু বিখ্যাত উক্তি

মেহেদী হাসান সরকার, প্রভাষক (পদার্থবিজ্ঞান)

বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম বিজ্ঞানী হিসাবে স্টিফেন হকিংকে মানা হয়ে থাকে। তিনি একজন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত তাত্ত্বিক, পদার্থবিদ,কসমোলজিস্ট ও লেখক।তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল কসমোলজিতে গবেষণা বিভাগের পরিচালক হিসাবে আছেন। তার বিখ্যাত বই **"কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস "**বা **A brief history of time'** বহুল পঠিত ও আলোচিত একটি বই। মূলত বিগ ব্যাং থেকে কেমন করে আজকের পৃথিবী এলো, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই বইটিতে। তিনি অ্যামিওট্রপিক লেটারাল লেরোসিস নামক এক ব্যাধির কারণে কয়েক বছর ধরে চলাফেরা করতে পারেন না। তিনি স্পিচ জেনারেটিং ডিভাইসের মাধ্যমে অপরের সাথে যোগাযোগ করে থাকেন। আজ এই নন্দিত বিজ্ঞানীর বিখ্যাত কিছু উক্তি নিয়ে আমার আয়োজন।

<u>উক্তি ঃ</u>

১. বুদ্ধিমত্তা তাকেই বলে যখন আপনি পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন।

২. আকাশের নক্ষত্ররাজির দিকে তাকাও. কখনো তোমার পায়ের দিকে নয়। তুমি যা দেখছ তা উপলব্ধি করার চেষ্টা কর এবং বিস্ময়ভূত হও যে সমগ্র বিশ্ব কেমন করে টিকে আছে। কৌতুহলী হতে শেখো।

৩. জীবন যেমনই কঠিন হোক না কেন,অবশ্যই এমন কিছু আছে যা তুমি করতে পারবে এবং সে কাজে তুমি সফল হবে।

৪. বিজ্ঞান শুধুমাত্র অনুসন্ধানের বা কার্যকারণের শিক্ষাই নয়; বরং তা এক ধরনের ভালবাসা ও অনুরাগও বটে।

৫. যদি আপনি সব সময় রাগান্বিত থাকেন এবং অভিযোগ করতে থাকেন ,কেউ আপনার জন্য নিজের মূল্যবান সয়মটুকু দিতে চাইবে না।

৬. জীবনটা খুবই ছন্দহীন হয়ে যেত যদি জীবনে কোন হাসি ঠাট্টা না থাকত।

৭. একটি বৃহৎ মস্তিষ্কের নিউরণগুলো যেভাবে একে অন্যের সাথে যুক্ত থাকে,আমরাও বর্তমানে ইন্টারনেটের সাথে এভাবে যুক্ত আছি।

৮. আমার মত অন্যান্য চলন শক্তিহীন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে আমার উপদেশ হবে এই যে, আপনারা কখনো নিজেদের নিয়ে হীনমন্যতায় ভূগবেন না বা আপনার অবস্থা কেন এমন হল তা নিয়ে কারণ খুঁজতে যাবেন না, এর কোন কারণ নেই। এর চাইতে নিজের মাঝে যতটুকু শক্তি রয়েছে তা দিয়ে অন্যের উপকার করুন।

৯. কয়েক দিনের পূর্বাভাস না দেখে কেউ হঠাৎ করে এক দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলে দিতে পারবে না।

১০. অভিকর্ষ বল থাকার কারণেই এই বিশ্ব শূন্য থেকে তৈরি হয়ে যেতে পারে।

তথ্য সুত্র: ব্রেইনিকোটস ডট কম

গণিতের কিছু কথা

জাকিয়া আক্তার, সহ, শিক্ষক (গণিত)

গণিতের বিষয়টি সবার কাছেই অনেক জটিল। তার উপর যদি হয় সৃজনশীল এবং বহুনির্বাচনী, তাহলে তো কথাই নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের মাথা নষ্ট হবার জোগাড়।

তবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসলে গণিত খুবই সহজ একটি বিষয় যদি তুমি বিষয়টি সহজ করে ভাবতে শিখ। কাজী নজরুল ইসলামের 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধ থেকে বোঝা যায় যে, কোন কিছু করার আগে তোমাকে অবশ্যই তা নিয়ে ভাবতে হবে। গণিতের প্রতিটি অধ্যায় সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। 'ছাত্র নং অধ্যয়নং তপঃ' কথাটির মানে হচ্ছে ছাত্রদের জন্য আবশ্যক হলো তপস্যা।

প্রতিটি অধ্যায় থেকে সমস্যাগুলোকে বের করে তার উপর সৃজনশীল এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্ন তৈরি করার কৌশল শিখতে হবে।

কোরআনের প্রথম বানী ছিল, পড় তোমার প্রভুর নামে। সুতরাং পড়া ছাড়া ছাত্রদের কোন গতি নেই। বুঝেশুনে সমস্যার সমাধান করতে হবে। শুধু মুখস্থ করে গেলে হবে না। বরং প্রতিটি সূত্রের প্রতি যত্নশীল হয়ে অংক করতে হবে।

যখন তুমি অবসরে থাকবে তখন তোমার মাথায় অংক নিয়ে খেলতে থাকবে। এবং কঠিন বিষয়গুলোকে এক এক করে সাজিয়ে নিবে। তাহলে দেখবে সমাধানের একটা পথ ঠিকই খুঁজে পেয়ে গেছ।

গণিতের একটা অধ্যায় সমাধান করার জন্য যখন ভাবতে শুরু করবে তখনই বই থেকে সেই অধ্যায়টি বের করে অধ্যায়ের ছোট ছোট তথ্যগুলো নোট আকারে লিখে নেবে। যেগুলো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তোমাকে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তবে প্রথম ও শেষ কথা হচ্ছে, ভয় পাবে না। মনের ভেতরের ভয় নামক জন্তুটাকে মেরে ফেলবে। মহান রাব্বুল আলামীনের নাম নিয়ে গণিতের সমস্যা সমাধান করবে।

তোমার পড়ার টেবিলের পাশে গণিতের সূত্র সম্বলিত চার্ট টানিয়ে রাখবে। অংক করার সময় খুবই মনোযোগ দিয়ে সেটা লক্ষ্য করবে। যদি কোন সমস্যার মান দেয়া থাকে তাহলে প্রমাণ করতে প্রথমে বামপক্ষ থেকে শুরু করবে। আর মান দেয়া না থাকলে শর্ত থেকে কাজ শুরু করবে।

প্রতিটি অধ্যায়ের সূত্র, সংজ্ঞা ও উদাহরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হবে। এবং খুব মনোযোগ সহকারে কাজ করতে হবে। সব সময়ই মনে রাখবে যে, সৃজনশীলের সাথে সাথে বহুনির্বাচনী প্রশ্নেরও অনুশীলন করতে হবে। কারণ অনুশীলন করলে কঠিন জিনিসও সহজ হতে বাধ্য।

গুননীয়ক, গুনিতক, মৌলিক, যৌগিক এবং ভগ্নাংশ সম্পর্কে জানতে হবে। বহু নির্বাচনী প্রশ্নের উত্তরগুলো অনুমান করে দেবে না। খাতায় করে উত্তর দিবে। এরজন্য বেশি বেশি করে অনুশীলন করবে।

উৎপাদক বিশ্লেষণে একই চিহ্ন থাকলে মাঝখানের সংখ্যা থেকে একটি সংখ্যা বড় হবে এবং ভিন্ন চিন্হ থাকলে মাঝখানের সংখ্যা থেকে সংখ্যা দু'টি ছোট হবে।

গণিতের প্রতিটি অধ্যায় সম্পর্কে খুবই ভালো ধারণা থাকতে হবে। সমস্যাটা ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে পড়লেই সমাধান তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হবে। চলকের সমাধান যত্ন সহকারে করবে। প্রতিটি সমাধানের পাশে সূত্রটি লিখে রাখলে ভালো হবে।

নিয়মিত পড়ালেখার পাশাপাশি তোমাকে আত্মবিশ্বাসীও হতে হবে। কেননা আত্মবিশ্বাস থেকেই আসে আত্মশক্তি। আর আত্মশক্তিই তোমাকে ভালো ছাত্র হতে পথ দেখাবে।

মায়ের ভালোবাসা

খাদিজা আক্তার, অষ্টম শ্রেণি

পৃথিবীতে যখন আমি এসেছি একা
স্নেহময়ী মা এসে পাশে দিলো দেখা।
মৃত্যুর সম যন্ত্রণা নীরবে সে সয়ে
ভুলে গেল সব কিছু কাছে আমায় পেয়ে।
যখনই দেখে মা আমার হাসিভরা মুখ
মনে হয় তার কাছে স্বর্গের সুখ।
যত প্রেম ভালোবাসা তার বুকে ছিলো
সকলি উজাড় করে সে আমাকে দিলো।
একটু অসুখে পড়লে আমি আবার
তার হৃদয়েতে শুরু হয় হাহাকার।
এ জগতে মা তুমি বড়ই মহান
তুমিই মাগো খোদার সেরা দান।

ঈমান ও নফসের দ্বন্দ্ব

মোহা. ইলিয়াস, দাখিল পরীক্ষার্থী

ঈমান বলে নামাজ পড় মসজিদেতে গিয়ে,
নফস বলে শুয়ে থাকো কাঁথা মুড়ি দিয়ে।
ঈমান বলে হজ্জ কর মক্কা শরীফ গিয়ে,
নফস বলে সুন্দর দেখে কর আরেকটা বিয়ে।

ঈমান বলে যাকাত দিলে অনেক নেকী পাবে
নফস বলে যাকাত দিলে গরীব হয়ে যাবে।
ঈমান বলে রোজা রাখলে বেহেশতে যাওয়া সোজা
নফস বলে যার খাবার নেই সে রাখে রোজা।

ঈমান বলে কুরবানী কর খোদার খুশির তরে
নফস বলে কুরবানী করলে অনেক পশু মরে।
নফসের যত খায়েশী কথা সবই কিন্তু ভুল
ঈমানের উপর অটল থাকা মুসলমানের মূল।

ইসলাম বনাম বিজাতীয় অনুসরণ

মুফতি আতীকুর রহমান নোমানী, (ইবি প্রধান)

الحمدلله الذي خلق الانسان علم القران وعلمه من البيان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم

আজ ইসলাম, মুসলিম, ইসলামী কৃষ্টি কালচার তাহজীব তামুদ্দুন, নীতি-নৈতিকতা পরিত্যাগ ও বিজাতীয় পুঁতিগন্ধময় আদর্শ ও ভাবধারা গ্রহণের প্রতিযোগিতা চলছে। যখন কোন খেলোয়ার বা সিনেমার নায়ক/ নায়িকাকে আইডল মনে করা হয়। খোঁজ করা হয় না কোন নবী, সাহাবী বা কোন বুযুর্গের আদর্শ বা জীবনাচরণকে। হেয়ারস্টাইল, হেয়ার কালার মদীনাওয়ালার সাথে মিল না রেখে কোন রক-পপ তারকার অস্বস্থিকর ও অস্থির ও বাজে পোষাক এবং স্টাইলকে গ্রহণ করে। কোন যুবক হয়ত বা দাড়ি রাখছে কিন্তু সেই দাড়িতে দিচ্ছে আরিফিন রুমীর কাট। কামিজ পরে হয় ওড়না গলায় ঝুলানো কোন ছেলে। অন্যদিকে টিশার্ট পরা থ্রি কোয়ার্টার পরা কোন যুবতী। আর বোরকা সে যেন কোন ফ্যাশন সে এখন আর পর্দা নয়। অর্থাৎ অনুকরণ করতে যেথায় যেতে হয়, যা করতে হয় বা যেখানে যেতে হয় তা সবই করতে প্রস্তুত পুরো জাতি। যদিও সে বেশ হয় কোন কাফির বা মুশরিকের তাতেও কোন সমস্যা নেই। অভিভাবকদেরও নেই কোন মাথাব্যথা। আর এ প্রসঙ্গে নবী করীম স: এর বাণী নিয়ে আজ এই আলোচনার প্রয়াস। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

নবীজী বলেছেন: من تشبه بقوم فهو منه যার সাথে যার মুহাব্বাত তার সাথে তার কিয়ামত।

একথা প্রমাণিত সত্য যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ, সর্বাঙ্গীন ও অপরিবর্তনযোগ্য কর্মময় জীবনবিধানের নাম। দুনিয়ার এমন কোন মতবাদ বা আদর্শ পাওয়া যাবে না, যে মতবাদ মানবজীবনের সমস্ত বিভাগ উপবিভাগগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। কিন্তু ইসলাম মানবজীবনের খুটিনাটি সমস্ত বিষয়কে তার প্রশস্ত পরিম-লের ভেতর পুরোপুরিভাবে স্থান দিয়েছে। তাই কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا-

অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। এবং আমার নিয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে জীবন বিধানরূপে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।

(সূরা মায়েদা- ৩)

ইসলাম তার আদর্শের মূলনীতি ও নীতির ক্ষেত্রে এমন কোন কাঙ্খিত বিষয়কে বাদ দেয়নি যা একজন জ্ঞানপিপাসু ও সন্ধানী ব্যক্তির মনে দ্বিধাবোধ ও অস্থিরতার কারণ হতে পারে। ইসলাম চুড়ান্ত পূর্ণাঙ্গতার সাথে সমস্ত কল্যাণ এবং ইহ-পরলৌকিক উন্নতি ও সমৃদ্ধিও নীতিমালাকে একীভূত করেছে। জগৎ ও সমস্ত আইন কানুনের জন্য সে অকল্যাণ, ক্ষতি ও অস্থিও মন-প্রাণ ছাড়া কিছুই বাদ রাখে নি।

তাই জ্ঞানের পরিম-লটির নিখুঁত প্রশস্ততার কারণে পৃথিবীর সমস্ত সম্প্রদায়গুলোর ধর্মীয় সংস্থা ও সংগঠনগুলো তার সর্বাঙ্গীন মহত্ত্বের দিকে ক্রমান্বয়ে ধাবিত হয়েছে। কেননা ইসলাম আগমনের পর অমুসলিম জাতিগুলোর জ্ঞান ও কর্মের সমস্ত দিকগুলো দুনিয়ার মানুষের আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বা ত্রুটিময় প্রমাণিত হয়েছে। এ ক্ষতি ও ত্রুটিময়তার দিক দিয়ে বলা যায় যে, বাতিল আদর্শ সমূহের বিশ্বাস, চিন্তাধারা, কর্ম ও অর্থনৈতিক বিধানগুলো তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

(এক) ইসলাম যেসব বিধানকে সুস্পষ্টভাবে বাতিল করেছে তা মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও গতিধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইসলাম আগমনের পর এ ধরণের বিধানসমূহকে কর্মময় জীবনের নিয়ম-নীতিতে পরিণত করলে বিভিন্ন প্রকার আধ্যাত্মিক ক্ষতিকে বরণ করতে হয়। এ ধরণের ব্যবস্থা যদি দুনিয়ার রুগ্নলোকদের জন্য আরোগ্য দানকারী এবং তাদের স্বভাব প্রকৃতির অনুকূল হত, তাহলে ইসলামের সেগুলো বাতিল কওে নতুন ব্যবস্থা উপস্থাপন করার কোনই কারণ ছিল না।

(দুই) আর কিছু বিধান মানুষের মনগড়া বিদয়াতী বিধান, সেগুলো ইহুদী-খ্রিস্টানদের ধর্মযাজক ও পুরোহিতরা অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শণের ইবাদতি চেতনা ও মেধা আবিষ্কার করে জাতির উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তারা ঐ সব বিধান রচনা করে তার শৃঙ্খলকে জাতির গলায় পরিয়ে দিয়েছে। ক্ষতির দিক দিয়ে তাদের মনগড়া বিধানগুলো বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী তাই ইসলাম সেগুলোকে বাতিল করেছে।

(তিন) কিছু বিধানকে ইসলাম সুস্পষ্টভাবে বাতিল করে নি কিন্তু সেগুলোর সামগ্রিক দিকটি যখন জাতিকে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে এবং জাতির পক্ষে আতিকায় ক্ষতিকর হয়। তখন এগুলোতে ঘাটতিও প্রবৃদ্ধি হয়। কোন জিনিস ঘাটতি ও প্রবৃদ্ধি হওয়াটা সে জিনিস অপূর্ণ ও ত্রুটিময় হওয়ারই প্রমাণ দেয়। অতএব এ ধরণের ত্রুটিপূর্ণ বিধানকে কর্মময় নীতি আদর্শে পরিণত করা সুস্পষ্টভাবে নিজে নিজকে ত্রুটিময় ও অপূর্ণ রাখার নামান্তর। তাই বাতিল হওয়ার মর্ম এগুলোর প্রকৃতিতেই নিহিত রয়েছে।

অতএব ইসলাম যেমন এসব অপূর্ণ ক্ষতিকর বিষয়গুলোর তুলনায় অধিকতর কল্যাণময় পূর্ণাঙ্গ এবং অপরিবর্তনীয় বিধান উত্থাপন করে। তেমনি মৃত জাতিগুলোর মরণশীল বিধান ও আদর্শ এবং অপূর্ণ ও ক্ষতিকর কর্মগুলো থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করার অনেক বেশি অধিকার রয়েছে। তার অনুসারীদেরকে নিজেদের পূর্ণাঙ্গ ও কল্যাণময় বিধান থাকা সত্ত্বেও অন্যদের অপূর্ণাঙ্গ ও ক্ষতিকর বিধানের প্রতি দৃষ্টিদান থেকে বিরত রাখা তার কর্তব্য। সুতরাং ইসলামী শরীয়ত নিজের এহেন অপরিহার্য অধিকার অর্থাৎ নিজের কল্যাণময়তা এবং বাতিলকৃত আদর্শের ক্ষতি ও অপূর্ণতা অবলোকন করে সে বিজাতীয় অনুসরণ নিষিদ্ধ করার নীতি গ্রহণ করেছে যাতে মুসলিম জাতিকে বিজাতির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষতিকর অনুকরণ থেকে বিরত রাখা হয়। অন্যকথায় হক ও বাতিল এবং কল্যান ও অকল্যাণের সংমিশ্রণ থেকে মুসলিম জাতি রক্ষা পায়। তা না হলে ইসলামের মত পূর্ণাঙ্গ ও অপরিবর্তনীয় আদর্শেও বিজাতীয় অনুসরণের ক্ষেত্রে সহজ ও শৈথিল্য অবলম্বন করা অথবা এটাকে একধরণের বৈধতা দেয়ার অর্থ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গতাকে অপূর্ণাঙ্গতা দ্বারা, মঙ্গলের বস্তুকে অমঙ্গলের বস্তু দ্বারা বিনিময় করার জন্য প্রস্তুত থাকা। আর এটা হবে

নিজের পূর্ণাঙ্গতাকে কলুষিত করার মোক্ষম নীতি। আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

সত্য কথা বলতে কি কোন আইন ও বিধান যদি বিজাতীয় অনুকরণ থেকে বিরত রাখার অধিকার রাখে। তা হচ্ছে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আইন। সাদৃশ্য তথা তাশাব্বুহ গ্রহণ-বর্জনের নীতিমালা একমাত্র ইসলামের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।

ইসলামে বিজাতীয় অনুরূপতা অবলম্বনে নিষেধাজ্ঞার প্রতি জোর দেয়ার অবস্থাটি হচ্ছে অনুরূপ। যেমন একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক সমস্ত ব্যবহারিক জিনিসের ক্ষতি ও উপকারের বিশদ বিবরণ দানের পর প্রত্যেক জিনিসের ভালো দিকটি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়। তেমনি শরীয়ত তার সমস্ত শিক্ষা আদর্শের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি জিনিসের ভালো দিকটি মুসলিম জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। এবং খারাপ ও ক্ষতিকর দিকগুলো অন্যান্য জাতির জন্য নির্ধারণ করেছে। তাই তার পরিম-লে প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ইসলামরে অনুসারীদেও তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য এবং বিজাতির অনুকরণকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে তার ক্ষতির থেকে বেঁচে থাকার জন্য তার তাম্বীহ বা তাগিদ করা অর্থহীন কাজ নয়। অতএব বিজাতির সাথে অনুরূপতা স্থাপন থেকে বিরত থাকার সারকথা হচ্ছে ইসলামী বিধান মানবীয় চেতনা অনুভূতিকে বিলুপ্ত করার পরিবর্তে তার ব্যবহারকে খারাপ জিনিস থেকে দূওে সরে তার ক্ষতি থেকে বেঁচে থেকে উপকারের দিকটি দেখতে চায়। কেননা ভাল-মন্দ, ক্ষতি ও উপকার এ দু'টি বিপরীতমূখী অবস্থা এদু'টি কখনো একত্রিত হতে পারে না। বরং একটির বিদ্যমানতা অপরটি বিলুপ্তি দাবি করে। মানুষের ক্ষুধার্ত প্রাণটি দ্রুত খাদ্য সন্ধানী থাকে। তাকে যদি খারাপ ও অপবিত্র খাদ্যের পানে অগ্রগামী করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সে উপকারী খাদ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। সে যদি দ্রুত খাদ্য লাভের জন্য বিদআত ও বাতিল খাদ্যে খায় তাহলে অবশ্যই নবীদেও সুন্নতের পবিত্র ও মজাদার খাদ্য থেকে কেবল বঞ্চিত থাকবে না বরং তার প্রতি তার মনে ঘৃণা ও সৃষ্টি হবে। কেননা উদরপুর্তির পর প্রত্যেকটি খাদ্য তা যতই সুস্বাদু হোক না কেন তার প্রতি মনের কোন আগ্রহ থাকে না। যেমন রাসুল সঃ বলেছেন-

مَا ابتَدَعَ قَومٌ بِدعَةً الا نَزَعَ اللهُ عنهم من السنةِ

অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় কখনো কোন বিদআত তরিকার প্রচলন করলে আল্লাহ তাআলা তাদের থেকেঅনুরূপ একটি সুন্নত ছিনিয়ে নেন।

বিজাতীয় অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বনের মূল তত্ত্ব :

সৃষ্টিকুলের প্রত্যেকটি জিনিসেরই বিশেষ একটি গঠনাকৃতি রয়েছে। এ আকৃতির দ্বারাই তার পরিচয় পাওয়া যায়। যে বস্তুটি এই বসুন্ধরা আত্মপ্রকাশ করে সে বস্তুই নিজস্ব রূপাকৃতি, গঠন ও বর্ণ রূপ নিয়ে আসে। যাতে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণে এবং বৈশিষ্টময় হয়ে প্রকাশ পেতে কোন প্রকার জড়তা পথের বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়। মহাকৌশলী মহাশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন কুশলতা ও ক্ষমতা প্রত্যেকটি জিনিসকে তার যথাযথ গঠন ও রূপাকৃতিতে এবং প্রত্যেকটি গোপনীয় বিষয়কে তার মহত্ব ও জৌলুসতাকে প্রকাশ করছে। এখানে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, মিশ্রণ ও জগাখিচুড়ি এমন একটি বিষয় যার ফলে সৃষ্টিকুলের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়। পক্ষান্তরে এর প্রতিকুলে পার্থক্য ও ব্যবধান এমন এক

কল্যাণ যা প্রত্যেকটি বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় এবং তাকে দেদীপ্যমান করে তোলে। সৃষ্টিজগতে যদি বিভিন্ন শ্রেণীর অংশীদারিত্বের সাথে ব্যবধান ও পার্থক্য না থাকে তাহলে সৃষ্টিকুলের প্রত্যেকটি বস্তুই বিলুপ্ত হয় এবং তার শিবিরটি হয় চূর্ণবিচূর্ণ।

জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ধর্মীয় ভিন্নতাঃ

একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, বিভিন্ন আকিদা বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা এবং বিভিন্ন আদর্শ ও জীবনধারা দুনিয়ার সমস্ত জাতিগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে। আর সেই বিশেষ বৈশিষ্টগুলো জাতিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা করেছে। মূলত বিভিন্ন ধর্মসমূহ মানুষের আকিদা বিশ্বাস ধ্যান-ধারণা ও কর্মেও মধ্যেই নিহিত। দুনিয়ার সমস্ত আদর্শ চিন্তাধারা জীবনবিধান ও কর্মসমূহ যদি জ্ঞান ও কর্মের একই অভিষ্ট লক্ষ্যবিন্দুর সংবাদ দিত এবং তাদের মধ্যে নৈতিক বৈশিষ্টগুলোর কোন অস্তিত্ব না থাকতো।তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে ধর্ম বলা হতো না। তাদেরকে ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় নামে ডাকা হতো না। বরং এ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হত একই জাতি ও একই উম্মত। সুতরাং জাতি ও জাতীয়তা হচ্ছে একই মানব সমষ্টির নাম। যারা বিশেষ কোন আদর্শ বিশেষ কোন চিন্তাধারা মত ও পথের অনুসারী হবে। জাতিসমূহের এ আদর্শ ও চিন্তাধারা ও মত ও পথ আকিদা বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে হোকনা কেন, এগুলোই এক মানব সমষ্টি হতে অন্য মানবসমষ্টিকে পৃথক ও আলাদা কওে রাখে। জাতিসমূহের এহেন পার্থক্য সূচক রেখাগুলো যদি বিলীন করা হত অর্থাৎ তাদেও বৈশিষ্ট সমূহ ধ্বংস করা হতো বা জগাখিচুড়ি করা হত। তাহলে দুনিয়ার কোন জাতি ও কোন ধর্মাদর্শই যে অবশিষ্ট থাকতোনা তা সুস্পষ্ট কথা। অতএব একজন খৃস্টান নিজের ধর্মীয় বৈশিষ্টের পরিম-লে একজন ইহুদি ও পৌত্তলিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। একজন ইহুদি নিজের ধর্মাদর্শের বৈশিষ্টসমূহে একজন খৃস্টান ও মূর্তিপূজারী থেকেও সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজন মূর্তিপূজারী ব্যক্তি নিজের শিরকি তৎপরতায় বৈশিষ্টের কারণে একজন পার্শিয়ান ও খ্রিস্টান লোক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এমনিভাবে একজন মুসলমান তার নিজস্ব ধর্মীয় আদর্শ ও চিন্তাধারা, জ্ঞান ও কর্মের বৈশিষ্ট্য আর আল্লাহর বিধানের প্রতি একটি বিশ্বাসস্থাপন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মের কারণে সে একজন খ্রিস্টান, ইহুদী, পার্শিয়ান, মূর্তিপূজারী ও নাস্তিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও আলাদা। যেমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তি থেকে আলো অন্ধকার থেকে প্রখর রৌদ্র ছায়া থেকে এবং জীবন্ত মৃত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং যতক্ষণ চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মধ্যে দর্শনের বৈশিষ্ট্য থাকে ততক্ষণ সে অন্ধ হতে পারে না। যতক্ষণ আলোর বৈশিষ্ট্য আলোর মধ্যে থাকে ততক্ষণ সে অন্ধকারে পরিণত হতে পারে না। যতক্ষণ রৌদ্রে বৈশিষ্ট্য রৌদ্রের মধ্যে থাকে ততক্ষণ সে ছায়ায় পরিণত হয় না। এমনিভাবে যতক্ষণ জীবন্তের বৈশিষ্ট্যটি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মৃত নয়।

................................আগামী স্মারকে সমাপ্য

গল্প-

এক কিশোর যোদ্ধার নয় মাস

----------- অধ্যক্ষ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ

"নারে! আর পারিনে! এবার বুঝি কলিজাটা ফেটে যাবে। শালা তারিকের বুদ্ধিতে কি জন্যই যে ঘর ছাড়া হয়ে ছিলাম; তা ঐ আল্লাহই ভাল বলতে পারেন।" খিট খিটে মেজাজ আর শুকনা গলায় নাহিদ পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে উপরোক্ত কথা গুলো আওড়াচ্ছিল। বাঁধ সাদল রইস। কন্ঠটা একটু ভারী করে বললঃ "মুখ শামলে কথা বল শালা! তারিকের কথায় ঘর ছাড়া না হলে, তোমার পাকিস্তানী বাপেরা তোমাকে দুনিয়া ছাড়া করত। গর্দভ কোথাকার। আর তারিকটাও যে কি..? এই বুদ্ধটাকে না আনলেই পারত। যত্তসব!"

"খামুস!" পিছন থেকে তারিকের কন্ঠ। তোমাদেরকে না কতবার ঝগড়া করতে নিষেধ করেছি। ফের উচ্চ কন্ঠে কথা বললে কিংবা ঝগড়া করলে, "কমান্ড দল"থেকে তোমাদেরকে বহিস্কার করতে বাধ্য হব। "ফলো মি"।

ছয়জনের একটি কিশোর কমান্ড দল। পাহাড়ী দূর্গম এলাকার পথে মার্চ করে সামনে এগুচ্ছে। রাতের প্রথমার্ধ অতিক্রম করছিল। এমনিতেই অচেনা এলাকা। নিকষ কালো অন্ধকার। পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর মরণ খেলার ছোবলে হাজার হাজার লাশের দূর্গন্ধে বাতাস ভারী করে তুলছে। ভয়ে কলিজা ফেটে এক্ষুনি মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ার আশঙ্কা হচ্ছে। হঠাৎ দূরে কোথায় ডা, ডা, ডা, ঠাস, ঠুস, দ্রিম, দ্রিম গোলা গুলির গগণ বিদারী আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আওয়াজ ক্রমশ দূর থেকে অদূর, অদূর থেকে নিকটতম হচ্ছে। একদম কাছাকাছি শোনা যাচ্ছে। তারিকের সাংকেতিক ইঙ্গিতে সবাই শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে পথ চলছে। পাহাড়ের সমান্তরাল পথ আর নেই। এখন ঢাল। ঢাল বেয়ে নীচে নামতে হবে। তারিক ফিস্ ফিস্ করে সবাইকে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে নামার নির্দেশ দিল। প্রায় পনের মিনিট নামার পর আর আওয়াজ শোনা যাচ্ছেনা। আরেকটু নামার পরই সমান্তরাল পথ পাওয়া গেল। এক ঝটকায় তারিককে অনুসরণ করে সবাই দাঁড়িয়ে গেল। ডানে-বামে তাকিয়ে সন্তর্পনে সামনে এগুতে থাকল। ক্ষাণিক পরে একটি কুটিরে মিট মিট বাতি দেখা গেল। সবাইকে রেখে তারিক কুটির পানে এগিয়ে যায়। পাটের কাঠি দিয়ে কুটিরের বেড়া দেয়া। তারিক সুবিধামত এক যায়গা দিয়ে ভিতরে দৃষ্টি দেয়। দেখা গেল পঞ্চাশোর্ধ এক মহিলা। জায়নামাজের উপর উপবিষ্ট। দু'হাত তুলে মুনজাত করছে..........! হে প্রভু! তুমি আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে কবুল কর। হায়! আল্লাহ, পাক বর্বরদের হাত থেকে আমাদের মা বোনদেরকে ইজ্জতকে হেফাজত কর। আল্লাহ ওদেরকে সঠিক বুঝ দাও! আল্লাহ! শয়তানের ওয়াস্ ওয়াসা তে পড়ে এক ভাই আরেক ভাইয়ের উপর অস্ত্র ধরেছে, এক ভাই তার অন্য বোনের ইজ্জত মাটিতে লুটিয়ে দিচ্ছে। তুমি সবাইকে সঠিক বুঝ দাও, সবাইকে সঠিক বুঝ দাও............... আমীন!

তারিক ফিরে এসে তার সাথীদেরকে বলল ঃ বন্ধুরা! এই কুটিরে এক মহিলার বসবাস। আমার দৃষ্টি শক্তি যদি আমাকে ধোকা না দেয়, তাহলে তিনি একজন সত্যিকার দেশ প্রেমিক ভদ্র মহিলা। তার মধ্যে আমি যে দেশ প্রেম লক্ষ্য করছি তা সত্যিই গর্ব করার মত। যদি তিনি আমাদের আজকের এ রাতটুকু এখানে থাকার অধিকার দেন, তাহলে তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। এখন চল সবাই।

ঠক, ঠক, ঠক, দরজায় মৃদৃ আওয়াজ। ক্ষাণিক পরেই দরজা খুলে যায়। দারজায় দাঁড়ান সেই অর্ধবয়সী মহিলা। মাথায় বড় ওড়না। জোছনার হালকা আলোতে তেজদ্বীপ্ত হয়ে উঠেছে তার চেহারা। ক্ষণিক পরে তিনি বলে উঠলেন নিশ্চয়ই তোমরা এ মাটির দামাল ছেলেরা? যদি তাই হয়ে থাক; তাহলে নিশ্চিন্তে কুটিরের ভিতরে প্রবেশ কর।"

তারিকের ইশারায় সাবাই কুটিরে প্রবেশ করে। একটি পাটি বিছিয়ে মহিলা সেখানে সবাইকে বসতে দিল।

কতক্ষণ পরে দু'টি প্লেটে করে শুকনো চিড়ে ও গুড় এনে খেতে বলল। যুবক ক'জন এরকম কিছু খাওয়ার প্রত্যাশাই করছিল। কারণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ওদের কলিজাটা ফেটে যাচ্ছিল। তারিক মনে মনে ভাবল যে, পুরো দেশের মহিলারা যেন আমাদের মা হয়ে গেছ। যেখানেই আমরা আশ্রয় নেই; সেখান থেকেই আপন সন্তানের মত অকৃত্রিম আদর স্নেহ পেয়ে থাকি। হঠাৎ মহিলা এসে বললেন- কী ভাবছ বাবা? জানি এতে তোমাদের ক্ষুধার অর্ধেকও মিটবে না। কিন্তু এর থেকে বেশি কিছু যে আমার তাওফিকে নেই!

তারিক সহাস্যে বলল- না না এ আপনি কি বলছেন! এই সময় আমরাতো চিড়ে গুড়ের আশাও করিনি। তাছাড়া আমাদের ট্রেনিংএ দু'তিন দিন শুধু পানি খেয়ে চলারও শিক্ষা দিয়েছে। আপনার এ মাতৃ স্নেহের প্রতি আমরা সকলে কৃতজ্ঞ।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে ওদেরকে নিয়ে মহিলা একত্রে বসলেন। তিনি একে একে সবার পরিচয় নিলেন। তারিক, রইস এবং শামীম জানাল, তাদের বাড়ী ঘরসহ পুরো এলাকার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। আছে কেবল ছাই আর ছাই। সবুজ বন-বনানীর গাছগুলো আগুনের লেলিহান শিখায় কেমন অর্ধমৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মকতব, মাদরসা, স্কুলের পুরো প্রাচীর ধ্বসে এখনও পড়েনি, ধংসাবশেষ সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তারিকের কণ্ঠ ধরে আসে। কাঁপা গলায় বলতে থাকে, আপনি আমাদের মায়ের মত। তাই আপনাকে মনের সব কথা খুলে বলতে ইচ্ছে করে। মহিলার চোখও অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠল। মনে হচ্ছে এত চোখের পানি বৃথা যাবেনা। এ জল পাকিস্তানীদের অত্যাচারের আগুন নিভিয়ে দিবেই।

আমরা ক্ষাণিক যুদ্ধের সর্ব শেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনার পর নির্ধারিত এলাকায় টহল দেয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

****

সূর্যোদয়! সকালের আবছা আঁধার এখনও মিলিয়ে যায়নি। রাঙ্গামাটির সু-উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় তারিক সূর্যোদয়ের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে এ সূর্য একান্তই আমাদের করে কবে উদয় হবে? কবে আমরা স্বাধীনভাবে আমাদেরই দেশের আলো-বাতাস গ্রহণ করতে পারব? বুক ভরে কবে নিঃশ্বাস নিতে পারব? হঠাৎ উর্দু ভাষা কানে আসতেই তারিক মুখ ফিরায়। দেখে কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্য। একজন লোককে নানারকম প্রশ্ন করছে। প্রশ্ন উত্তর শুনে তারিকের হাঁসি পেল। নিজের অস্ত্র পাতি নিয়ে একা একাই রাতের ঐ কুটিরে চলে গেল।

কে? কুটিরের ভিতর থেকে

প্রশ্নঃ ৯/১০বছরের একটি মেয়ের প্রশ্ন ভেসে আসল।

আমি তারিক।

তুমি কি রাতের মেহমান?

ঃ হ্যাঁ, আমি রাতের মেহমান।

ঃএস তাহলে, ভিতরে এস, একটি চাটাই বিছিয়ে দিয়ে বলল, এই যে এখানে বস।

ঃ ধন্যবাদ! তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

ঃ তোমাকেও ধন্যবাদ!

ঃ তোমার নাম কী?

ঃ ওমা তুমি আমার নামই জানো না! নানি আম্মু তোমাকে আমার নামই বলেনি! আমার নামতো সাদিয়া আক্তার সাদি ।

ঃ বাহ! তোমার নামতো বেশ চমৎকার!

ঃ এ কথাতো সবাই বলে । ঐ যে নানি আম্মু এসে গেছে ।

ঃ কখন এলে বাপ?

ঃ এই এলাম মাত্র ।

ঃ ও তোমার সাথীরা কোথায়?

ঃ পাশেই আছে, একটু পরে এসে পড়বে ।

ভোরে নানি সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করল । মনে হচ্ছে অনেক দিন পর আজ ওরা প্রাণ ভরে মুখে কয়েকটা দানা পানি দিয়েছে । খাওয়ার পর সবাই নানিকে ঘিরে বসল । কথা শুরু করল রইস । বলল আচ্ছা নানি! আপনার সম্পর্কে আমাদের কিছু জানার কৌতুহল.......?

ঃ বাবারা আমার সম্পর্কে আর কি জানবে । আমি এক হতভাগী । এ জাতির অনেক উত্থান পতন আমার চোখ দেখেছে । ১৯৪৭এর সেই স্বাধীনতা আমি দেখেছি । হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে উঠেছিল । স্বাধীনতার পরে জনগণের দেয়া রায়ের প্রতি সম্পূর্ণভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাল তৎকালীন পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী । পূর্ব বাংলার আপামর মজলুম জনতার পীঠ এবার দেয়ালে ঠেকে গেল । তারা বুঝল দুই বাংলার মানচিত্র আর অখন্ড রাখার সম্ভাবনা বুঝি নেই । আর বুঝি আমাদের এক পতাকা তলে অবস্থান করার সৌভাগ্য হবে না । ফলে যার যা আছে তাই নিয়ে নেমে পড়ল ।

বৃদ্ধা চোখ মুছে একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন । এই সাদীর নানা ও বাবাই মুক্তি যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন । ৯ এপ্রিল রাত যখন দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রম করছিল । হঠাৎ বাড়ি ঘর গুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল । কিছু বুঝে উঠার আগেই চার দিকে দেখলাম কেবল আগুন আর আগুন । পিছনের দরজা দিয়ে আমরা কজন বেরিয়ে আসলাম । এসেই দেখি মৃত্যুদূত আমাদের সামনে দাঁড়ানো । ৬জন পাকিস্তানী সৈন্য ষ্টেনগান উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । আমাদের দেখা মাত্র সেগুলো গর্জে উঠল । এরপর আর আমার কিছু মনে নেই ।

সূর্যের আলো আর মানুষের গুন গুন শব্দে আমার চৈতন্য ফিরে আসে । পরিস্থিতি অনুমান করে উঠার চেষ্টা করি । প্রথম বারে ব্যর্থ হলেও ২য় বার উঠে বসতে সক্ষম হই । পাশে দৃষ্টি দিয়ে দেখি সাদির নানা ও আব্বা আম্মার শরীর রক্তে লাল হয়ে আছে । সবুজ ঘাসের সাথে কেমন লেপ্টে আছে । হাত দিয়ে নাড়া দিলাম । যা বুঝার তাই বুঝলাম । দৃষ্টি আমার অনড় হয়ে থাকল । মনে হল শরীরের তন্ত্রীগুলো ছিড়ে চোখের সবটুকু রক্ত হৃদয়টাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে । ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে । গ্রামবাসীর চেষ্টায় এই কই মাছের প্রাণ নাতনীটা আমার বেঁচে উঠল ।

ক্ষাণিক বিরতি দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বৃদ্ধা বলল, এই মাত্র আমি ওদের কবরস্থান থেকে এলাম । যে পতাকার জন্য ওরা শহীদ হয়েছে, প্রতি দিন সকালে আমি সেই পতাকা মহান শহীদদের শিয়রে উত্তোলন করে দেই । দক্ষিণের প্রবল হাওয়ায় যখন উড্ডয়মান পতাকা পত পত করে উড়তে থাকে; তখন আমি আমার শোকের কথা ভুলে যাই । মনে হয় আমি কিছুই হারাইনি! কিছুই হারাইনি!! বরং একটি পতাকা পাব, একটি মানচিত্র পাব, একটি সীমানা পাব এই আশায় বুক বেঁধে থাকি । স্বাধীন সার্বভৌমত্বের মালিক মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি প্রভু! তোমার এই বিস্তীর্ন জমিন থেকে

আমাদেরকে নিজস্ব করে একটু জমিন দান কর। যেখানে নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে তোমার তরে মাথা নত করতে পারব।

তারিকসহ ছয়টি যুবকের চোখে তখন অশ্রুর বন্যা। মনে হয় এই অশ্রুর বন্যায় পাকিস্তানীদের সলীল সমাধি হবে। পিন-পতন নিরবতা। কারো মুখে কোন কথা নেই। নিরবতা ভঙ্গ করল তারিক। চোখ মুছতে মুছতে বলল, নানি আপনাকে অনেক তকলিফ দিলাম, আরেকটু তাকলিফ দিতে চাই।

বেটা! এটাকে তুমি তকলিফ বলতে পারনা। এটা আমার দায়িত্ব। আমার দেশ রক্ষা করা আমার ঈমানী দায়িত্ব। তুমি কি বলতে চাও নির্ভয়ে বল। চোখের অশ্রু মুছে ফেল। যুদ্ধের সময় চোখে অশ্রু মানায় না। চোখে থাকবে এক সাগর আগুনের উত্তাল লেলিহান শিখা। ঈমানী তেজ।

ঃ আমারতো সব ইতিহাস জানা নেই। তাই অনেক ব্যাপারই বুঝতে পারিনা। যেমন ভারতীয় সেনারা আমদের সাহায্য করে, তারা আমাদের মিত্র সেজেছে, কিন্তু কেন? ব্যাপারটি আমার আদৌ বোধগম্য হয় না।

ঃ বেটা তোমাকে মোবারকবাদ! তোমার মাকেও মোবারকবাদ! এই জন্য যে, তোমার মত একটা মেধাবী ছেলের জন্ম দিয়েছেন তিনি। তুমি বেটা আমার মনের সারা দিনের উৎকণ্ঠার একটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেছ।

পাকিস্তানীরা আমাদের ভাই নিঃসন্দেহে। আমরা এক আল্লাহর বান্দা। ওদের সাথে আমাদের শীশাঢালা প্রাচীরের মত সম্পর্ক থাকা উচিত। এ সম্পর্ক বজায় থাক এটা শত অত্যাচার সহ্য করেও কামনা করছি। কিন্তু ওরা তা বুঝল না। শয়তান ওদের ঘাড়ে এমন ভাবে আরোহণ করেছে যে, আসল সত্য ওদের কাছে এখন অন্ধকারে ঢাকা। ওরা অমাদেরকে আরও দলিত-মথিত, শোষিত, অত্যাচারিত করে রাখতে চাইল। এটা আমাদের উভয় পক্ষের জন্যই দুঃখ জনক হয়ে থাকল। ওরা একদিন বুঝবে। একদিন ওদের কাছে সত্য উম্মোচিত হবে যে, দুই পাকিস্তান অখন্ড থাকার কতটা প্রয়োজন ছিল। কতটা গুরুত্ব ছিল।

তবে ওরা না বুঝলেও ভারত বিষয়টি বরাবরই বুঝল। তারা বুঝল পাকিস্তান ভেঙ্গে দিতে পারলে, পাকিস্তানের একক শক্তি আর থাকবে না। ভারতীয় উপ-মহাদেশে ভারতই অখন্ড একমাত্র শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে। তাদের হিস্যা শুধু এখানেই শেষ নয়; যে দিন আল্লাহ আমাদের স্বাধীনতার লাল সূর্যটা দান করবেন, সেদিন সহযোগিতার নাম বিক্রি করে আমাদের কাছ থেকে ফায়দা হাসিল করার মতলব নিশ্চয়ই ওদের না থাকার কথা নয়। ওরা আমাদের বাজার, আমাদের সমাজ, আমাদের রাজনীতি, আমাদের সংস্কৃতি সর্বত্রই যে প্রভুত্ব খাটাতে সক্ষম হবে; এ আশঙ্কা আমি প্রতিনিয়তই করছি। আর তখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই আমাদেরকেও তা মেনে নিতে হবে। বুঝলে বেটা? এটা আমার অনুমান মাত্র। এরকমটা যেন না হয় সেই দোয়া করি। তোমরাও করবে।

তোমাদেরকে আর বসিয়ে রাখবনা। এবার অস্ত্র তুলে নাও। অপারেশনে বের হও। আর একটা কথা মেনে রেখ, স্বাধীনতার একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ। তিনি ইচ্ছা করলে তা দান করতে পারেন। সে জন্য তাঁর রহমতের কথা, তাঁরা সাহায্যের কথা কখনও ভুলবে না। মনে রেখ বিজয়ের জন্য তোমার চেষ্টা এবং শক্তিই মুখ্য নয়, আল্লাহর সাহায্যই মুখ্য।

অক্টোবর ১৯৭১। ছয় বন্ধু চট্রগ্রাম থেকে ঢাকার দিকে মার্চ করছে। একটি জলাশয়ের কাছে কয়েকটি লাশ দেখতে পেল। চারদিকে কয়েকটি কুকুর ঘুর ঘুর করছে। তারিক লাশের কাছে গেল। বন্ধুদেরকেও ডাকল। চোখে পানি আসল। বন্ধুরা ! এরা শহীদ। মহান শহীদ। এদের লাশ

এ ভাবে কুকুরে খাবে? তা হবে না। চল এদেরকে দাফন করব। শামীম বলল বন্ধু! আমরা এ রকম ক'জনকে দাফন করতে পারব?

যে ক'জনকে পারি তাদের লাশতো আর কুকুর খেতে পারল না।

বন্ধুরা মিলে লাশগুলো একটি শুকনা জলাশয়ে দাফন করে দিল। ওরা তখন দু'হাত তুলে শহীদদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেছে। হঠাৎ ড্যাস-ড্যাস আওয়াজ করে কয়েক পশলা গুলি চলে আসল। সাথে সাথে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়েই নিজেদের প্রস্তুত করে নিল। নিমিষেই পাল্টা আক্রমন শুরু করল। প্রায় ১৫ মিনিট গোলা গুলি চলার পর পাক সেনারা পিছু হটল। তারিক এবার মথা উঁচু করে দেখল বন্ধুদের অবস্থান কোথায়? শামীমকে দেখতে পেল, ওমরও গাড়িয়ে গড়িয়ে এদিকে আসছে। তিন বন্ধু মিলিত হল। রইস, নাহিদ, নাবিলকে দেখা যাচ্ছে না। তিন জোড়া চোখ অনেক খোঁজা খুজির পর ওদের লাশ খুঁজে পেল। তিনটি দেহই স্টেনগানের গুলিতে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ওরা তিনজন।

হালকা কথার আওয়াজে তারিকের কান সতর্ক হয়ে উঠে। পিছনের দিকে দৃষ্টি দিয়েই ওদেরকে শুয়ে পড়তে বলল। হামাগুড়ি দিয়ে ধান ক্ষেতে ঢুকে পড়ল। এবার তিন জনেই মাথা উঁচু করে দেখল পাক সেনারা এদিকে আসছে। তারিক, ওমর, শামীম ধান ক্ষেতের আরো অভ্যান্তরে ঢুকে পড়ল। ওরা বুঝতে পারল যে, ওদের ৪জন সৈন্যের প্রাণহানিতে এই জালিম পাক বর্বরদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শামীম তারিককে ডাক দিয়ে বলল বন্ধু! ঐযে, আমাদের অবস্থান থেকে মাত্র পূর্ব দিকে একটি লোক দেখা যাচ্ছে। ওরা ঐ দিকে টার্ন নিয়েছে।

ঝাঝাল কণ্ঠে ওদের কমান্ডার বলছে ঃ

ঃ ওয়, তুম কোন হায়? তুম মুসলমান হায়?

ঃ মুসলমান হোঁ?

ঃ কলেমা জানতা হায়?

ঃ জানতা হায়।

ঃ কাহ কলেমা।

ঃ লা ইলাহা ইল্লা আনতা ছুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায জোয়ালেমীন।

ঃ ইয়েত মুসিবতকা কলেমা হায়।

ঃ হামবি মুসিবতমে গারেহে।

ঃ ইয়ে শালা হিন্দু হায়। স্যুট হিম। নো লেট, কিল হিম।

এরাও সময় খরচ করল না। সাথে সাথে তারিক বলল, কিল দেম। গর্জে উঠল এক সাথে তিনটি স্টেনগান। কিছু বুঝে উঠার আগেই চারজন ধরাশায়ী হল। পিছন থেকে একজন ফুটবলের মত ছিটকে পড়েই স্টেনগানের ব্যারেল উঁচু করে ধরল। সাথে সাথে পর পর কয়েক পশলা অগ্নি উদগিরণ করল। শামীম ও ওমরের স্টোনগান ছিটকে পড়ল। অবস্থা বুঝতে পেরে তারিক দ্রুত আবার ধান ক্ষেতে ঢুকে পড়ল। পাক সেনারা ক্ষাণিক গালি গালাজ করে আশে পাশে ঘোরা ঘুরি করে প্রস্থান করল। দীর্ঘক্ষণ পরে সন্তর্পনে বের হল তারিক। দ্রুত বন্ধুদের কাছে গেল। রক্তাক্ত দু'টি দেহ লুটিয়ে পড়ে আছে। চেহারায় সূর্যের ঝিলিক। মনে হয় জীবনের সবটুকু সুখ ওদের চেহারায়। ওমরের অভ্যাস মত ছোট পতাকাটি ওর হাতেই রয়ে গেছে। তারিক নির্বাক হয়ে গেছে। দু'বন্ধুর পবিত্র চেহারায় কয়েকবার চুমু খেল। বন্ধু! তোরা আমাকে ফেলেই চলে গেলি। আমাকে তোরা ছেড়ে যেতে পারলি? আমি যে একা হয়ে গেলাম! বড় একা, বড় একা !

শামীম যেন বলে উঠল বন্ধু! তুমি ভেঙ্গে পড়ছ কেন? তুমি একা নও। আমাদের দু'আ তোমার সাথেই আছে। তাছাড়া নানির কথা তোমার মনে নেই? তিনি তো বলেছেন আল্লাহ সব সময়

সাথেই থাকেন। হাতে অস্ত্র তুলে নাও বন্ধূ! অশ্রু মুছে ফেল। অশ্রু মুছে ফেল। তারিকের কানে যেন অনুরানিত হতে থাকল।

"ক্রন্দন আর নয় প্রয়োজন, আঁখি জল ঝরান অকারণ"

তারিক উঠে দাঁড়ায়। কি করবে এখন? এদিকে সূর্য বিদায় নিতে যাচ্ছে। তারিকের আলোক উজ্জল হৃদয় যেন কালো আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। পৃথিবীর সুন্দর চেহারাটাও যেন রাতের নিকষ কালো আঁধারে ঢেকে যাচ্ছে। সময় নষ্ট করা যাবে না। বন্ধুদের লাশ দাফন করতে হবে।

লাম্বা লাম্বা পা ফেলে পাশ্ববর্তী গাঁয়ে ঢুকে পড়ে। গাঁওটি কেমন যেন নিরব। কোথাও কোন কলরব নেই। সন্ধ্যার পাখিরাও যেন বোবা হয়ে গেছে। চারিদিকে কেবল মৃত্যু আর মৃত্যু দেখে বনের পাখিদের মনের আনন্দও যেন চিরতরে হারিয়ে গেছে। কি এক করুণ সূরের মূর্ছনা তারিকের কর্ণ কুহুরে বাজতে থাকল। একটু সামনে আসল। দেখল ভগ্নপ্রায় একটি মসজিদ। সেখান থেকে ভেসে আসছে।

"ইজা য্যা আনাস রুল্লাহি ওয়াল ফাতহু। অরাআই তান্নাছা ইয়াদ খুলুনা ফিদি নিল্লাহি আফওয়াজা, ফাছাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াছতাগফিরহু, ইন্নাহু কানা তাওয়াবা।"

তারিক মসজিদটির দরজার কাছে দাঁড়ায়। দেখল একজন অর্ধবয়সী মুরব্বী। মাথায় পাগড়ি। গায়ে লাম্বা জামা। মনে মনে ভাবল আবার রাজাকার হবেনাতো? আমাদের ভারতীয় কমান্ডাররাতো বলছিল আলেম, টুপি, দাঁড়ি ওয়ালাদের থেকে সতর্ক থাকবে। ওরা কিন্তু ছদ্মবেশে তোমাদের ধরিয়ে দিবে। আচ্ছা দেখা যাক। আগে নামাজ আদায় করে নেই। পরে দেখা যাবে। তারিক গিয়ে জামাতে শামিল হল।

নামাজ শেষে মুরব্বী জিজ্ঞেস করল, বেটা! তুমি কোথা থেকে এসেছ? লোকটির চেহারা তারিকের পছন্দ হল। এমন লোক রাজাকার হতেই পারেনা। একটু ভেবে উত্তর দিল। আমি একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। পাশেই আমার ক'জনবন্ধু পাক সেনাদের হাতে শহীদ হয়েছে। আমি ওদের লাশগুলো দাফন করার জন্য কারো সহযোগিতা কামনা করছিলাম।

কোথায়? জিজ্ঞেস করল ইমাম।

এই তো মসজিদের পূর্ব দিকে।

চল আমিই তোমার উত্তম সহযোগী হব।

বৃদ্ধ ইমাম আর তারিক মিলে লাশগুলো এনে মসজিদের সামনে রাখল। যুবকরাতো কেউ গাঁয়ে ছিলই না; ছিল কয়েকজন দূর্বল বৃদ্ধ মানুষ, তাদের ডেকে এনে জানাজা এবং দাফন কাফনের ব্যবস্থা করল।

তারিককে বলল, বেটা! তুমি আমার সন্তানের মত। তাছাড়া এই যুদ্ধ চলাকালীন সবাই আমরা আপন। আজকে রাতটুকু এই গরীবের এখানেই থাকবে। তোমার শরীর দেখে বুঝা যাচ্ছে অনেক ধকল গেছে তোমার উপর দিয়ে। কাজেই আর এখানে নয়, চল আমার বাড়িতে। তারিকেরও দূর্বলতায় পা ভেঙ্গে আসছিল। কোন কথা না বাড়িয়ে বৃদ্ধের পদাংক অনুসরণ করল।

দু'দিন বিশ্রাম নেয়ার পর তারিক এখন একটু স্বাভাবিক। এ দু'দিনে জানতে পেরেছে ওকে আশ্রয়দাতা একজন বড় আলেম। একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা। তার সংগ্রাম নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। কৌতুহলী হয়ে তারিক একসময় জিজ্ঞেস করল হুজুর! আমার একটা ব্যাপার জানার খুব ইচ্ছা যদি .... ।

নির্ভয়ে বল বেটা, নির্ভয়ে বল।

ঃ বলছিলাম আমদের ট্রেনিং শিবিরে ভারতীয় কামন্ডাররা বলেছে দাড়ি, টুপি ওয়ালা আলেমদের বিশ্বাস করবে না। ওরা রাজাকার। ওরা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী। ওরা মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠনকারী।

কিন্তু আমি কয়মাস যুদ্ধের ময়দানে থেকে ওদের কথার কোন বাস্তবতাতো পেলামনা! তাহলে ওদের কথা কী মিথ্যা?

ঃ বেটা তুমি যে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করেছ, এ বিষয়টি এখন আমিসহ অনেক মনেরই সব থেকে অধিক আশঙ্কাজনক বিষয়। একটু ভেঙ্গে বললে তোমার বুঝতে সহজ হবে ঃ

আমার একজন হিন্দু প্রতিবেশী আছে। ও খুব জ্ঞানী মানুষ। আমাকে ও দারুণভাবে ভক্তি করে। গত পরশু দিন ও এসে বলে হুজুর! আপনি এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন? এলাকা ছেড়ে চলে যাব কেন? ও বলল হুজুর! দেশের বড় বড় মেধাবী নেতা, বুদ্ধিজীবি এবং বড় বড় আলেমদের তালিকা তৈরী হচ্ছে। আর পর্যায়ক্রমে তাদেরকে গুম করে ফেলা হবে। কাজেই আপনার এ এলাকায় না থাকাই ভাল। আমি ওকে বিদায় করে চিন্তান্বিত হয়ে গেলাম।

ঃ এ জঘন্য কাজ ওরা কেন করতে চাইছে?

ঃ বলছি বেটা, বলছি। আমার চিন্তা এবং আরো কয়েকজনের সাথে আলাপ করে বুঝতে পারলাম যে, আমাদের মিত্ররা আমাদের দেশকে মেধাহীন করতে চাচ্ছে। মেধাহীনজাতি কখনও নিজস্ব চিন্তা, চেতনা, প্রযুক্তিতে চলতে পারেনা। ফলে নির্ভর করতে হয় অন্যের উপর। আর যারা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়; তাদের নিজস্ব আদর্শ, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতির স্বকীয়তা হারাতে হয় ধুকে ধুকে। হয়ত আমাদেরকেও এরকম একটি জঘন্য, হীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে। এ রকম একটি আশঙ্কা প্রতি নিয়তই আমার মাথায় ঘুর পাক খাচ্ছে। যা থেকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। বৎস! তুমি বয়সে কিশোর হলেও, যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে তারা আর ছোট কিংবা কিশোর নেই, তারা এক একজন মহান দায়িত্বশীল, সুনাগরিক। আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে শত্রুর সাম্যক অশুভ চক্রান্তের উপর বিজয়ী হতে হবে। সব সময় চোখ-কান, অন্তর খোলা রাখবে।

******

জেনারেল নিয়াজির ঐতিহাসিক আত্নসমর্পন দলীলে স্বাক্ষর সু-সম্পন্ন হয়েছে। সর্বত্র বিজয়ের মিছিল করে যে যার নিজস্ব গ্রামে ফিরে যাচেছ। তারিকও ভগ্ন হৃদয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। মনে মনে ভাবে ছয় বন্ধুর সেই মুক্তি যোদ্ধার কাফেলায় আজ আমি এ....কা। বড় এ...কা। হে প্রভু! তুমি আমাকে কেন কবুল করলে না। বন্ধুদের আত্না যেন সমস্বরে বলে উঠল ঃ বন্ধু ! আমাদের জন্য আফসোস করনা। আমরাতো আল্লাহর জান্নাতের মেহমান হয়েছি। আর তোমরা? তোমরা পেয়েছ ঐযে তোমার হাতে বিজয়ের পতাকা। তারিক চমকে উঠে অ্যা! তাইতো! আমিতো বিজয় পেয়েছি। পেয়েছি এই পতাকা!

তারিক পতাকা তুলে ধরে। নীল আকাশ পানে তাকিয়ে উত্তাল বাতাসে আকাশের নীলিমায় সবুজ পতাকার পত্ পত্ করে উড়ার নৈসর্গিক দৃশ্যের পানে তাকিয়ে থাকে......... ।

"মোরা একটি ফুলকে
বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি"

হিম্মতে অদ্বিতীয় বীর জনগণ,
হেলায় লুটাতে পারে আপন জীবন।
চিরদিন রাখিতে পেয়ারা অতন,
স্বাধীন মুক্ত আজাদ।
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

উস্তাদের কদর

মো. আবু নোমান, ফাযিল ১ম বর্ষ

আমরা সব সময় একটা কথা বলে থাকি মানুষ গড়ার কারিগর হলো একজন শিক্ষক/উস্তাদ। সত্যিই কিন্তু তাই প্রকৃত মানুষ গড়ার একমাত্র কারিগর হলো একজন শিক্ষক। একজন উস্তাদ হলো একজন ছাত্রের মূল্যবান সম্পদ । শুধু একজন ছাত্রের জন্য নয়, একটি সমাজের, একটি রাষ্ট্রের এবং গোটা একটি জাতির জন্য সম্পদ।

২. একজন ছাত্র উস্তাদের মাধ্যম ছাড়া জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারেনা । তাকে সফলতা অর্জন করতে হলে কোন না কোন ভাবে একজন উস্তাদের শরণাপন্ন হতেই হবে। আমাদের সমাজে প্রত্যেক সফলকামী মানুষের সফল হওয়ার পিছনে একজন ব্যক্তির মাধ্যম থাকে অথবা একজন মুরব্বী থাকে এবং এই মুরব্বীর নির্দেশনায় সে সফলতার শিখরে পৌঁছে।

ঠিক আমাদের ছাত্র সমাজে একজন ছাত্রকে একজন মুরব্বী বা উস্তাদের শরণাপন্ন হতে হবে। আমরা ইতিহাস খুঁজলে পাই প্লেটোর উস্তাদ হলো সক্রেটিস। অ্যারিস্টটলের উস্তাদ হলো প্লেটো। এরা প্রত্যেকে আমাদের পুস্তকে সফলতার অধ্যায়ের সদস্য । ওরাও একজন উস্তাদের হাত ধরেই সফলতার শিখরে পৌঁছেছে।

৩. একটি ট্রেন যখন যাত্রী নিয়ে চট্রগ্রাম থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় । তখন ট্রেনের বগিগুলো যদি ট্রেনের সাথে যুক্ত না থাকে তা হলে ঐ ট্রেনের যাত্রীরা কখনো ঢাকায় পৌঁছতে পারবেনা । তার কারণ হলো ট্রেনের ইঞ্জিনের বগির সাথে যাত্রীবাহী বগিগুলো সংযুক্ত নাই । ঠিক তেমনি একজন ছাত্র তার গন্তব্যস্থলে বা সফলতার শিখরে পৌঁছতে হলে একজন উস্তাদের সাথে সম্পর্ক থাকতে হবে । একমাত্র একজন উস্তাদেই তার একজন ছাত্রকে সফলতার পথ দেখাতে প্রস্তুত । এই পৃথিবীর মাঝে দুই শ্রেণীর লোক আছে, যারা সবসময় দোয়া করে , তাদের ছোটরা তাদের চেয়ে অনেক বড় হোক । তারা হলো

- মা-বাবা
- উস্তাদ বা শিক্ষক

আমরা যখন পড়া লেখা শেষ করে দেশের একটি বড় পোস্টে চাকুরি অথবা দেশের ভালো প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়ন করি তখন আমাদের ছোট বেলার একজন শিক্ষকদের সাথে দেখা হলে যখন সে তার ছাত্রের সফলতার কথা শুনে তার জন্য দোয়া তো করেই এবং মানুষের কাছে গর্ব করে বলে আমার ছাত্র অমুক একজন ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি । কাজেই আমরা বুঝতে পারি একজন শিক্ষক কতটুকু খুশি হন আমদের সফলতার কথা শুনে।

৪. একটি স্বর্ণের খনি থেকে স্বর্ণ উঠাতে হলে একটি মেশিনের প্রয়োজন হয় । কারণ মেশিনের সাহায্য না নিলে স্বর্ণ সঠিক ভাবে উঠাতে পারবে না । তা নষ্ট হয়ে যাবে। শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনটাও একটি স্বর্ণের খনির ন্যায় । এই শিক্ষা নামক স্বর্ণের খনি থেকে স্বর্ণ

উঠাতে হলে একজন উস্তাদের সাহায্য লাগবে । উস্তাদের সাহায্য বা মাধ্যম ছাড়া এই ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। আর যদি কেউ উস্তাদ ছাড়া জ্ঞান অর্জনের শিখরে উঠতে চায় তখনি তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে । এমন অসংখ্য উদাহরণ দেখতে পাই ।

৫. কবির ভাষায়..

"গুরু যদি শিষ্যেরে এক বর্ণ শিখায় কোন দিন
পৃথিবীতে নাই কোন দ্রব্য যা দিয়ে শোধ করিবে ঋণ "

উস্তাদ যদি একজন ছাত্রকে একটি বর্ণ শিখায় । তাহলে পৃথিবীর মাঝে এমন কোন দ্রব্য নাই যা দিয়ে ঐ এক বর্ণের ঋণ শোধ করা যাবে না । তাই আমরা যারা ছাত্র আছি আমাদের সতর্ক হওয়া উচিৎ । উস্তাদের দোয়ার কারণেই একজন ছাত্র জীবনে সফলতায় পৌঁছতে পারে । আবার একজন ছাত্র উস্তাদের বদদোয়ার কারণেই জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে । আর বেশি কিছু লাগবে না ।

আমার এক উস্তাদ বলেছেন, "একজন ছাত্র ও শিক্ষকের মাঝে সম্পর্কটা হলো কচুপাতার উপর পানি রাখার মতো । কচুপাতা যদি সঠিক ভাবে ধরে রাখতে না পারে তাহলে যে কোন সময় পাতার পানি পড়ে যাবে । ঠিক তেমনি কোন উস্তাদের সাথে যদি একজন ছাত্র ভালো ব্যবহার না করে তা হলে তার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে।" তাই আমাদের সকলের উচিত প্রত্যেক উস্তাদের সাথে সদ্ব্যব্যবহার করা । আদব রক্ষা করা । জীবনে ধ্বংস হওয়ার জন্য একজন উস্তাদের সামান্য বদদোয়াই যথেষ্ট ।

হোক সে শিক্ষক বা ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন নিম্নস্তরের কর্মচারী অথবা দারোয়ান, এককথায় ঐ প্রতিষ্ঠানে যারা খেদমত করে প্রত্যেকে আমাদের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম। হোক তা প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য । এখন প্রশ্ন হলো একজন বাবুর্চি বা দারোয়ান কি ভাবে আমাদের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হয় ? একজন বাবুর্চি দৈনিক তিন বেলা আমাদের জন্য রান্না করে এবং একজন দারোয়ান পুরো প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত থাকে । তারা যদি আমাদের জন্য এগুলো না করতো তাহলে আমাদের জ্ঞান অর্জনের ব্যাঘাত ঘটত । তাই আমাদের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসাবে তাদের অবদান অনেক । এক কথায় আমরা যে প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়া করেছি, করি এবং করবো তার সকল শিক্ষক ও কর্মচারির সাথে ভালো ব্যবহার করা একজন ছাত্রের কর্তব্য।

৬. আজ আমরা দেখতে পাই, পত্রিকার হেডলাইনে, বিভিন্ন গণমাধ্যমে, অমুক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের উপর ছাত্রের হামলা। অমুক বিভাগের ছাত্রের দ্বারা শিক্ষক খুন, ঐ বিভাগের ছাত্রের হাতে শিক্ষক/ শিক্ষিকা লাঞ্ছিত । এর চেয়ে লজ্জাজনক কথা ছাত্র সমাজে হতে পারে না । ঐ ছাত্রের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

তাই আমরা সকল শিক্ষকদের সম্মান করবো । যে কোন জায়গায় দেখা হলে আদবের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবো । হোক সে আমাদের ক্লাস টিচার অথবা অন্য ক্লাসের টিচার । প্রত্যেক উস্তাদের সাথে যদি আমরা আদব রক্ষা করতে পারি তাহলে আমরা জীবনে সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারবো । ইনশা আল্লাহ !!!!!

মানবতা হাসুক ভালোবাসায়

খালেদ সাইফুল্লাহ, আলিম পরিক্ষার্থী

বহমান এই সময়ে, যখন পুরো পৃথিবী অতিক্রম করছে মায়া-মমতাহীন নির্মম এক মুহূর্ত। কালের গভীর থেকে, সমাজের প্রতিটি কোণ থেকে যখন ভেসে আসছে মানবতার মুক্তির জন্য এক মৌন আর্তনাদ। ঠিক এমনই এক সময়ে মানবতা বা মানবিকতার গুরুত্ব নিয়ে আনাড়ি হাতে কিছু লিখার প্রয়াসে কলম তুলে নিলাম।

আজ আধুনিকতার সর্বব্যাপী সয়লাবে মনুষ্যত্ব যেন মানবজাতি থেকে পালিয়েছে বহুদূর। প্রযুক্তি এবং সভ্যতার অতি দ্রুত উন্নতির ফলস্বরূপ যোগাযোগ, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতিতে আমরা অর্জন করেছি ব্যাপক গতি ও সহজলভ্যতা। কিন্তু এই সহজলভ্যতার বিনিময়ে প্রকৃতি যেন আমাদের থেকে কেড়ে নিয়েছে প্রকৃত ভালোবাসা, মানবতাবোধ, আবেগ-উচ্ছ্বাস। আমরা হারিয়েছি আমাদের পরস্পর বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, স্নেহ-মমত্বকে। নিষ্ঠুরতা, পাশবিকতা, অন্যায়-অবিচার সমাজে ছড়িয়ে পড়ার এটা হয়তো অন্যতম একটি কারণ হতে পারে। তবে এই ভিত্তিহীন যুক্তির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ আমাদের নেই। কেননা মানুষই তার এই নৈতিক অবনমনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে দায়ী। সভ্যতার নিজস্ব কোন শক্তি নেই যে সে মানুষকে তার মত করে পরিবর্তন করে নেবে।

এখানে সবচেয়ে দু:খজনক কথা হল, আমরা যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করে থাকি, তারাও সমাজের এই নৈতিক অবক্ষয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছি। আমরা ভুলে গেছি আমাদের সোনালি অতীত। আর সে অতীতের স্বর্ণালী মানুষদের সোনায় খচিত ইতিহাসের কথা। তাদের সৌবর্ণ আদর্শকে আমরা কুরবানি দিয়েছি নির্মমতার পরাকাষ্ঠে। যা কখনোই হওয়া উচিত ছিল না।

এই যে আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে, আমাদেরই আশেপাশে ঘটে যাওয়া নিত্যকার ঘটনার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করলেই মনুষ্যত্বের জন্য এই নীরব হাহাকার প্রকটভাবে ফুটে উঠবে। আজকাল জন্মদাতা মা-বাবাকে হত্যা করতে কাঁপছে না সন্তানের হাত। নিজের গর্ভজাত শিশুকে নির্দ্বিধায় খুন করতে বাধ সাধছে না মায়ের বিবেক। বাবার হাতে প্রাণ হারাচ্ছে নিরপরাধ শিশুবাচ্চা। ভাইয়ের হাতে হচ্ছে ভাই খুন। বোনকে ন্যায্য অধিকার তো দেয়া হচ্ছেই না বরং তার উপর চালানো হচ্ছে অন্যায়-অবিচার। প্রেয়সীর বুকে ছুরি চালাতে দ্বিধাবোধ করছেনা উম্মাদ প্রেমিক। মোটকথা খুন-গুম, রাহাজানি আর মানুষের সাথে মানুষের সংঘাতের ঘটনা হয়ে গেছে বর্তমান সময়ের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। নিজের কাছের মানুষদের সাথে মানুষের আচরণ যদি হয় এই ধরণের। আর যারা দূরসম্পর্কের বা পরিচয়-সর্ম্পকহীন সাধারণ মানুষ, তাদের সাথে মানুষের আচরণ কেমন হতে পারে তা

সহজেই অনুমেয়। আমজনতাও বিবেক-বুদ্ধিহীন হয়ে নির্লিপ্তভাবে দেখে যাচ্ছে এসব ঘটনা। মানুষের মনে যেন আজ ভালোবাসা, সম্প্রীতি, সহনুভূতিশীলতার কোন ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট নেই। গোটা মানবসমাজ যেন হয়ে গেছে অনুভূতিশূন্য। প্রকৃতিও যেন এসব অনাচার দেখতে দেখতে হয়ে গেছে নিষ্ঠুর, দয়ামায়াহীন।

আসল কথা হল, মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন ও খোদাভীতি থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছে এবং আধুনিকতাকে যত প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরছে ততই দূরে পালাচ্ছে মানবতাবোধ, সুস্থ বিবেকবুদ্ধি। তবে তাই বলে এ কথা বলা যাবে না যে, সভ্যতার ক্রমশ উন্নতি এবং প্রযুক্তির সীমাহীন গতিই এই মানবিক অবক্ষয়ের একমাত্র কারণ। বরং এর সাথে খোদাভীতি কমে যাওয়া এবং ধর্মীয় বিধিনিষেধের প্রতি মানুষের অবহেলাও এর পেছনে সমানভাবে দায়ী।

আমরা প্রযুক্তি ও সভ্যতার এ উন্নতিকে গ্রহণ করতেই পারি, তাই বলে এই নয় যে আমরা আমাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ, বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে শুধু এর পিছনেই ছুটবো। বরং আমাদের উচিত হবে চলমান এই স্রোতে একেবারে গা ভাসিয়ে না দেয়া। বরং এই প্রযুক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার করা এবং তা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আল্লাহর ভয় ও ধর্মীয় বিধিনিষেধকে সামনে রাখা। মোটকথা সভ্যতা যেন আমাদের বেগ দিয়ে আবেগকে কেড়ে না নেয়। কেননা মানুষ সভ্যতা ছাড়া হয়তো সভ্য মানুষ হতে পারবে না, কিন্তু সুস্থ বিবেক আর মানবিকতা না থাকলে তো সে মানুষই নয়।

সমাজের এই অন্ধকার পরিস্থিতি দূর করতে আমরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণগুলোকে সামনে রাখতে পারি। আমাদের ধর্ম ইসলামে মানবতা রক্ষার দিকটিকে অনেক গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্ব জাহানের মুক্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তার শ্বাশত বাণীর মাধ্যমে সেদিকেই ইঙ্গিত করে গেছেন। তিনি এক হাদিসে বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন না, যে মানুষের উপর রহম করেনা। এই হাদিসের ব্যাখ্যা যদি আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি, তবে দেখব যে এখানে মানুষের প্রতি মানুষের আচরণ কেমন হবে এই বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষের সাথে মানুষের আচরণ হবে সহমর্মিতা ও ভালোবাসাপূর্ণ। যদি তা না হয় তবে আল্লাহ তায়ালাও তায়ালা তার প্রতি সহমর্মিতা ও ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিবেন না।তিনি বলেছেন, " প্রতিটি মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের সম্পর্ক হবে ভাইয়ের মত হৃদ্যতা ও স্নেহপূর্ণ"। আরো বলেছেন, " প্রকৃত মুসলমান বলা হবে ঐ ব্যক্তিকে যার হাত ও মুখ দ্বারা ঘটিত কোন অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা পাবে অপর মুসলমান"। তাঁর এই শ্বাশত বাণীগুলো আমাদেরকে মানবতা বিস্তার ও সহানুভূতিশীলতা প্রকাশের প্রতিই পরোক্ষ নির্দেশ প্রদান করে যাচ্ছে। যদি আমরা এই বাণীর মর্মার্থ হৃদয়ে ধারণ করতে পারি, তাহলে একথা বুকে হাত দিয়ে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ সমাজে তখন আর কোন হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানির ঘটনা ঘটবেনা। সমাজের সর্বত্র বিরাজ করবে শান্তি ও

সম্প্রীতির নির্মল বাতাস। যুগের কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন আমাদের সমাজে আর প্রভাব ফেলতে পারবেনা।

আমাদের সমাজে সংগঠিত অমানবিক ঘটনাগুলিকে আমরা সভ্যতার দোহাই দিয়ে যতই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি না কেন, এ থেকে পালানোর কোন পথ আমাদের নেই। যা দিবালোকের মত সত্য, তাকে গোপন করে পাশ কাটিয়ে সরে যাওয়ার কোন মানে হয়না। বরং আমাদের এখন এই দুরবস্থা থেকে উত্তোরণের পথ খুঁজে বের করতে হবে। এই অন্ধকার থেকে উঠে আসতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। না হয় মানবসমাজ আবার ফিরে যাবে তিমিরঢাকা সেই জাহেলিয়াতের যুগে।

আর এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে নিজের মানবিক আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে হবে সবার আগে। মানবপ্রেম, মানবতাবোধ আর ভালোবাসা দিয়ে জয় করে নিতে হবে মানুষের হৃদয়, মানব সমাজকে। নিজের মধ্যে এসব গুণ ফুটিয়ে তুলতে পারলে তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে খুব সহজেই। সর্বোপরি কথা হল ভালোবাসা দিয়ে পরাজিত করতে হবে অমানবিকতা আর পশুত্বকে। প্রেম আর ভালোবাসার মাধ্যমেই বিজয়
আসবে মানবতার। কারণ, মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলতে ভালোবাসার চেয়ে বড় কোন অস্ত্র এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। প্রিয় কবিতা সেই অস্ত্রের কয়েকটি লাইন দিয়ে শেষ করছি আজকের লেখা। যেখানে কবি আহসান হাবিব ভালোবাসা দিয়ে মানবতাকে জয়ের স্বপ্ন এঁকেছেন..

আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী
যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার এবং জাত্যাভিমানকে করে বারবার পরাজিত..
যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেনা, করে সমাবিষ্ট।
সেই অমোঘ অস্ত্র - ভালোবাসা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো....

যদি চাও দেশের ভাল, যদি চাও স্বাধীনতা
সবই মিলবে ইসলামে, যারা হয় না তুলনা।
আর মস্ক পিকিং নয়, চল নবীর মদীনা।

উল্টে দিতে দিতে যুগ যামানা চাইনা অনেক জন
এক মানুষই আনতে পারে জাতির জাগরণ।

ধর্মের যারা অনুসারী আজ কর্মেতে তারা নাই
কর্মীর চিত্তে নাইকো আজিকে ধর্মের কোন ঠাঁই।

পৃথিবীর মায়াজাল

------------- হেলাল উদ্দীন, আলিম পরিক্ষার্থী

একদিন এক রাখাল যুবক মাঠে পশু চরাচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়ল খুব সুন্দরী এক মেয়ের উপর। দেখেই মেয়েটিকে তার পছন্দ হয়ে গেল। তো রাখাল মেয়েটিকে দেরি না করে বিয়ের প্রস্তাব করে ফেলল। আর মেয়েটিও খুব সহজে সে প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। এবার দু'জনে মিলে বিয়ে করবে বলে গেল কাজী অফিসে।

কাজী অফিসে যাওয়ার পর কাজী যখন মেয়েটিকে দেখল তারও মেয়েটিকে পছন্দ হয়ে গেল। সে মেয়েকে আড়ালে নিয়ে বলল, ও একজন সামান্য রাখালমাত্র, ও তোমাকে কী দেবে? আমাকে বিয়ে করলে আমি তোমাকে অনেক সুখে রাখবো। রাখাল যখন এ কথা জানতে পারলো সে খুব রেগে গেলো। সে কাজীর সাথে ঝগড়া বাধিয়ে দিল। কিছুক্ষণ ঝগড়া করার পর উভয়ই মেয়েকে নিয়ে দারোগার কাছে গেল বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য।

দারোগা প্রথমে তাদের সব কথা শুনলো। কিন্তু সে যখন মেয়েকে দেখল তখন তারও মেয়েটিকে পছন্দ হয়ে গেল। সে মেয়েকে গোপনে ডেকে নিয়ে বলল, ওরা দু'জনই আমার চেয়ে নিম্নশ্রেণীর লোক। তুমি যদি আমাকে বিয়ে কর, তবে আমি তোমাকে রাজরাণী করে রাখবো। এবার রাখাল আর কাজী যখন এ কথা জানতে পারলো তারা উভয়ই দারোগার সাথে তর্কবিতর্কে লিপ্ত হলো।

এ পর্যায়ে মেয়েটি বলে উঠল, আচ্ছা, আমি এখন একটা প্রতিযোগিতা নেব। যে এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবে। সেই আমাকে পাবে। রাখাল, কাজী ও দারোগা সবাই মেয়ের এই প্রস্তাবে রাজী হল।

মেয়েটি বলল, আমি এখন দৌঁড় দেব, তোমাদের মধ্যে যে আমাকে প্রথমে ধরতে পারবে। সেই আমাকে পাবে।

এরপর মেয়েটি দৌঁড়াতে শুরু করল। আর তার পেছনে পেছনে ওই তিনজনও দৌঁড়াতে শুরু করল। অবশেষে তিনজনই হঠাৎ এক তলাবিহীন গর্তে গিয়ে পতিত হল।

এবার এই গল্পের মূল উদ্দেশ্যে আসা যাক। যার জন্য এ গল্পের অবতারণা। আসলে ঐ সুন্দরী যুবতীটি হলো দুনিয়া। যার সৌন্দর্যের মায়াজালে পড়ে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। আর তার পেছনে ছুটতে থাকা রাখাল, কাজী আর দারোগা হলো এই দুনিয়ার সাধারণ মানুষ। মানুষ দুনিয়ার পেছনে ছুটতে থাকে তাকে ধরার জন্য। কিন্তু তার ছোঁয়া পাওয়ার আগেই মৃত্যু তাদের মাঝে এসে দাঁড়ায়। আর তারা অন্ধকার কবরে পতিত হয়। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ার এই মায়াজাল থেকে রক্ষা করেন। আমীন।

পাহাড়ের দিকে ফিরে যাও!

মুহাম্মাদ জাহিদ উল্লাহ রাকিব,-আলিম পরীক্ষার্থী

অসাধারণ সুন্দর আমাদের এই বাংলাদেশ। পৃথিবীর মধ্যে অনন্য। প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এদেশের প্রতিটি নদ-নদী ভরে থাকে স্বচ্ছতোয়া জলে। সেই জল যেন ফুরায় না কখনোই। এদেশের কবিরা দেশকে নিয়ে কতশত গান-কবিতা লিখে।

আজ না হয় আমাদের দেশের কথা না বলে অন্য এক দেশের কথা বলি। অন্য মানুষের কথা বলি। সে দেশ মরুভূমির দেশ। দু'চোখ যতদূর পর্যন্ত যায়, শুধু চিকচিক করে বালু আর বালু। সে দেশ পাহাড়-পর্বতের দেশ। সে দেশ নবী-রাসূলদের দেশ। সে দেশ কা'বার দেশ। সেই দেশে জন্মেছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ স.।

গল্প!

গল্প তো অনেক রকমেরই হল। আজ হোক ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন আমেজের কোন গল্প। এ গল্প সাধারণ কোন গল্প নয়।এ গল্প সত্য গল্প। এ গল্প প্রিয় নবীর প্রিয় সাহাবী হযরত ওমর রা. এর গল্প। যিনি ছিলেন খলিফাতুল মুসলিমিন, করেছেন অর্ধপৃথিবী শাসন। আজ তার গল্প হোক।

একবার খলিফা ওমর রা. হযরত সারিয়া রা. এর নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য একটি সৈন্যদল পাঠালেন। যথারীতি সে দলটি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হল এবং যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে পৌঁছাল। তারপর যুদ্ধ শুরু হল ভীষণভাবে। মিথ্যের বিরুদ্ধে সত্যের লড়াই। মুসলমান প্রাণপনে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। তবু শত্রুবাহিনীর বিপুল সৈন্যের সাথে পেরে উঠছেন না। তাদের মধ্যে যুদ্ধে পরাজয়ের আশঙ্কা জেগে উঠল।

এদিকে হযরত ওমর রা. তখন মদীনায় জুমু'আর নামাযে খুতবারত। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে ফিরে যাও!" এভাবে তিনবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর যথারীতি খুতবা শেষে নামায আদায় করলেন। মানুষের মনে প্রশ্ন থেকে গেল, আজ আমিরুল মুমিনীন কেন এমন করলেন..? কিন্তু তারা মুখ ফুটে হযরত ওমর রা. কে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলেন না।

যাই হোক, কিছুদিন পর ঐ যুদ্ধের খবর নিয়ে দূত এসে পৌঁছল মদীনায়। হযরত ওমর রা. তাকে যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞেস করলে সে বলে উঠল, " হে আমিরুল মুমিনীন! আমরা প্রায় পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ঠিক এমন সময় ইথারে ভেসে আসা এক গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলাম, "হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে ফিরে যাও!" আমরা তিন তিন বার এই আওয়াজ শুনলাম আর তখনই পাহাড়ের দিকে ফিরে যাওয়ার কৌশল গ্রহণ করলাম। এরপর সাথে সাথেই যেন যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিজয় দান করলেন। মুশরিকরা পরাজয় বরণ করল শোচনীয়ভাবে।

ওমর রা.এর কাছে থাকা মানুষরা তখনই বুঝে ফেললেন কী ঘটনা এখানে ঘটে গেছে। তারা তৎক্ষণাৎ আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। এবং ওমর রা. এর এই অলৌকিক ঘটনায় অবাক হয়ে গেলেন।

এই ছিল ওমর রা. এর গল্প। যা গল্প মনে হলেও সম্পূর্ণ বাস্তব ঘটনা। আর তাঁর সময়কার অনেক ঘটনাই এখন মানুষের মুখে মুখে গল্পের মত ছড়িয়ে গেছে। সময় পেলে আরেকদিন হয়ে যাবে আবার কোন সত্যিকারের মজাদার এমন সব গল্প।

আজ সমাপ্তি হোক এখানেই।

আলমে বারযাখ

নাইমুর রহমান - নবম শ্রেণী

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون

এর অর্থ হলো, "তাদের সম্মুখে রয়েছে আলমে বরযখ বা মর্ধবর্তী জগত। হিসাব-নিকাশের জন্য পূনরুত্থানের দিন পর্যন্ত এ আলমে বরযখে তাদেরকে অবস্থান করতে হবে।" - সূরা মুমিনুন :১০০

অভিধানে বরযখ বলা হয়েছে ঐ বস্তুকে যা অপর দু'টি বস্তুও মাঝে ব্যবধান রচনা করে। শরিয়তের পরিভাষায় মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত যে কালটুকু রয়েছে তাকেই বরযখ বলা হয়। যার অপর নাম হলো কবর জগত।

আল্লাহর আদেশের প্রতি বাধ্যতা-অবাধ্যতা ও বিশ্বাস-অবিশ্বাস করার ফলাফল এখানে চোখের সামনে দৃশ্যমান হবে। কুরআনে কারীম ও হাদীসে রাসূলের মাঝে যে সকল বিষয়ের সংবাদ দেয়া হয়েছিলো সে বিষয়গুলো এ জগতে চাক্ষুষ পরিলক্ষিত হবে। এ জগতের নামই আলমে বরযখ। যে জগত পৃথিবীর জগতের মতো কোন স্বপ্ন নয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন, الناس نيام اذا ماتوا انتهبوا

"পৃথিবীর মানুষ ঘুমন্ত, মৃত্যু তাদেরকে জাগিয়ে তুলবে।" মৃত ব্যক্তি সবসময় এ রকম প্রাপ্তির প্রত্যাশায় থাকে। তা হলো পার্থিব জগতে জড়ত্ব বা শরীরের প্রাধান্য বেশি আর কবরের জগতে আত্মার প্রাধান্যই বেশি।

কিন্তু পরকালে আত্মা ও শরীর উভয়টির পূর্ণমাত্রায় বিকাশ ঘটে। সে কারণেই সেখানে বিয়ে-শাদী ও তার সঙ্গে আনুষাঙ্গিক বিষয়াদীও ঘটবে।

দানের ফজিলত

মো. গোলাম কিবরিয়া

জীন-ইনসান, পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ার সকলকে নিয়েই মহান আল্লাহর এই বিশাল সৃষ্টিজগত। এর মধ্যে মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলূকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। আঠার হাজার মাখলুকাতের মধ্যে মানুষের সমান আর কেউ নেই। মানুষই আল্লাহর সবচেয়ে মুহাব্বতের সৃষ্টি। মানুষ সৃষ্টির সেরা হলেও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের প্রতি তার রয়েছে দায়িত্ব। জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি প্রভৃতির ওপর দয়া দেখালে আল্লাহ পাক খুশি হন। তাদের উপকারের ওসিলায় অনেক গোনাহগার বান্দাও আল্লাহর রহমত লাভ করেছে।

একটি সামান্য দান বা সদকার ফজিলতে একজন বেদ্বীন লোক কিভাবে আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হয়েছিল। এই সম্পর্কে আজকের ঘটনা।

হযরত জুন্নুন মিসরী রহ. ছিলেন একজন মাশহুর আওলিয়া। আল্লাহর রহমতের শারাবান ত্বাহুরা পান করে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। একদিন তিনি কোন এক মাঠের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সারা মাঠ বরফে ঢাকা। যেন হিমশীতল বিশাল কোন চাদরে মাঠটি ঢেকে আছে।

হযরত জুন্নুন মিসরী র. অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, এক লোক এই বরফের ওপর ফসলের দানা ছড়িয়ে দিচ্ছে। প্রচন্ড হিমের জন্য তার সারা মাথা ঢেকে গেছে। লোকটি মুসলমান ছিল না। সে ছিল আগুনের পূজারী। চল্লিশ বছর সে আগুনের পূজো দিয়ে আসছে। তো যাই হোক জুন্নুন মিসরী তাজ্জব হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “ওহে আগুনের পূজারী! তুমি এ কী করছো? এই বরফঢাকা প্রান্তরে তুষারের মধ্যে তুমি ফসলের দানা ছড়িয়ে দিচ্ছ, ব্যাপারখানা কী বলো তো...?” উত্তরে লোকটি বলল, “ প্রচ- হিমে সবাই থরথর করে কাঁপছে, সারা মাঠ ছেয়ে আছে পুরু বরফের চাদরে। এমন অবস্থায় পাখিরা খাবার সংগ্রহ করতে পারে না। তারা বড় কষ্ট পাবে খেতে না পেয়ে। তাই এ ফসলের দানাগুলো মাঠে ছড়িয়ে দিচ্ছি। যাতে পাখিগুলো বাঁচতে পারে। হয়তো এই সামান্য দানাটুকুর কারণে আমি আল্লাহর রহমত পেয়ে যেতে পারি।

জুন্নুন মিসরী একথা শুনে বললেন, আমি মুসলমান, আমি আল্লাহর রাস্তায় আছি। আমি এরকম কাজ করলে আমাকে তার বদলা দিতে পারেন। কিন্তু তুমি তো আগুনের পূজারী, তুমি কীভাবে তার রহমত আশা করো?

লোকটি মোটেও বিচলিত না হয়ে উত্তর দিল, “ আমার এ কাজ আল্লাহর পছন্দ না হলেও তিনি দেখছেন তো! তিনি জবাব দিলেন, “ হ্যাঁ, অবশ্যই দেখছেন। আল্লাহ সবকিছুই দেখেন, শোনেন। সারা জাহানের কোন কিছুই তার অগোচরে নেই।” অগ্নিপূজারী লোকটি এবার খুশি হয়ে বলল, “ আল্লাহ দেখছেন, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। আর কোন বদলার আশা আমি করি না।”

আল্লাহর অপূর্ব শান মানুষ বোঝে সাধ্য কি! এই সামান্য দানটুকুই যে রহমানুর রহীমের দরবারে সেদিন কবুল হয়ে গিয়েছিল। তখন কি কেউ বুঝতে পেরেছিলেন!

কিছুদিন পরের ঘটনা।

হজ্জের মওসুম। হযরত যুন্নুন মিসরী পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলেন। হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছে পবিত্র কাবাঘরের চত্ত্বরে। হঠাৎ তিনি তাজ্জব হয়ে দেখলেন, সেই অগ্নিপূজক লোকটা পাগলের মত আল্লাহর ঘর কা'বা তাওয়াফ করছেন। তাওয়াফ মানে চারদিকে ঘোরা। অর্থাৎ লোকটা আল্লাহর মুহাব্বতে মশগুল হয়ে দিওয়ানার মত কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে।

একসময় লোকটা যুন্নুন মিসরীকে দেখতে পেলেন। কাছে এসে খুশিতে বাগবাগ হয়ে বললেন, হুযুর! দেখলেন তো রাব্বুল আলামীন আমার সেই সৎ কাজটি দেখেছিলেন এবং কবুল করেছিলেন। আমি সেই বরফে ঢাকা বিরাণ মাঠে সেদিন যে আমলের বীজ বুনেছিলাম, দেখুন আজ তাতে কেমন সোনার ফসল ফলেছে।

আমার সেই ফসলের দানা ছড়ানোর ওসিলাতেই মহান রাব্বুল আলামিন আমাকে তাঁর বান্দাদের একজন হিসেবে কবুল করে নিয়েছেন। আমার অন্ধকার মনের সমস্ত কালিমা তিনি হেদায়েতের নূর দ্বারা আলোকিত করে দিয়েছেন। আর আমাকে তাঁর পবিত্র ঘরে আসার তৌফিক দান করেছেন। অসহায় পাখিদের জন্য সামান্য সদকার বদৌলতে আল্লাহ পাক একজন অগ্নিপূজক বেদ্বীন লোককে হিদায়েতের নূরে উদ্ভাসিত করে দিলেন, শামিল করে নিলেন পেয়ারা দোস্ত হিসেবে। তিনি চাইলে আমাদের ছোটখাট দানকেও আমাদের জন্য নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিতে পারেন।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকল সৃষ্টজীবের খিদমত করা এবং তাদের প্রতি আমাদের সদয় হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

আমরা কিশোর

জান্নাতুল ফিরদৌস, দশম শ্রেণি

আমরা শিশু, আমরা কিশোর
আমরা জাতির প্রাণ।
বিশ্বের মাঝে আনতে পারি
আমরাই সম্মান।

বিশ্বকে জানতে মোরা
শিখছি অনেক কিছু।
তাইতো মোরা নিত্যদিনই
ছুটছি জ্ঞানের পিছু।

কবি লিখেন মোদের কাব্য
লেখক লেখেন কথা।
মোদের মাঝে দেখেন তারা
জাতির গৌরবগাঁথা।

তাদের চাওয়া করতে পূরণ
শ্রম দিয়ে যাই প্রাণপনে।
চেষ্টা করতে নেই তো বারন
তাই করে যাই সব ক্ষণে।

অপতৎপরতা রোধে আলেম সমাজ

মো. ইবরাহিম, আলিম পরীক্ষার্থী

আলেম সমাজ আমাদের সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এ দেশে ইসলাম আবির্ভাবের সময় থেকেই আলেম সমাজের আবির্ভাব। এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই আলেম সমাজ সামাজিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রতি যুগেই আলেমগণ দ্বীনি শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। এ দেশে সুলতানী আমল ও মুঘল আমলে উলামা সমাজ সামাজিক শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। একমাত্র সম্রাট আকবরের শাসনামলেই অত্যাচার ও জুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে উলামা সমাজকে দুর্বল ও অকর্মন্য করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। আলেম সমাজের ব্যতিক্রম হিসেবে শাইখ মোবারক শাহ ও তার পুত্রদ্বয়ের মত দরবারী আলেম নিকৃষ্টতম ভূমিকা পালন করে।

ব্রিটিশ আমলে প্রথম একশ বছর আলেম সমাজই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. এর প্রবর্তিত আন্দোলন, শাহ ইসমাইল রহ. এর আন্দোলন, বাংলায় তীতুমীর ও হাজী শরিয়তুল্লাহ রহ. এর আন্দোলন। এসব আন্দোলন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রেও এসব আন্দোলন আলোড়ন সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ শাসনের পরবর্তী নব্বই বছরে আলেম সমাজের সামাজিক ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের প্রধান ভূমিকা না থাকলেও সামাজিক শক্তি হিসেবে তাদের ভূমিকা বরাবরই অব্যাহত ছিল। হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. ও মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. এর দেওবন্দ মাদরাসাকেন্দ্রিক সহীহ দ্বীনি শিক্ষা আন্দোলন। মাওলানা মোহাম্মদ আলী রহ. এর নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন তার মধ্যে অন্যতম। উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের অবদান অনস্বিকার্য। বিশেষ করে আশরাফ আলী থানবী রহ. মাওলানা হোসাইন আহমেদ মাদানী রহ. মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. এর অবদান কোনভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। পাকিস্তান আমলে আলেম সমাজ দেশ গঠন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ইস্যুতে কার্যকর ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেন। সে সময় যেসব ওলামায়ে কেরাম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী রহ. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. মাওলানা আতহার আলী রহ. প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম।

বাংলাদেশ আমলের প্রাথমিক কালে আলেম সমাজের ভূমিকা দুর্বল করার ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই তারা আবার ঘুরে দাঁড়ান এবং সামাজিক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করা শুরু করেন।

জিয়ার আমলে সংবিধানে 'আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস' মূলনীতিটি সংযোজনের স্বপক্ষে গণভোটে আলেম সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের আলেম সমাজ ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাব্যবস্থা এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ কওে আশির দশকে হযরত হাফেজ্জী হুযুরের আন্দোলনে উলামা সমাজের মধ্যে ও সাধারণ দ্বীনদার মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। উলামা সমাজ নব্বই এর দশকের শুরুর দিকে নাস্তিক-মুরতাদবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে দেশত্যাগে বাধ্য করে। শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. আহুত বাবরী মসজিদ অভিমুখে লংমার্চ ব্যাপক সাড়া ফেলে। ২০০১ সালে ফতোয়াবিরোধী রায়ের প্রতিবাদে যে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি হয় তার ফলাফল দীর্ঘসময় পর হলেও হাইকোর্ট ফতোয়ার অধিকার নিশ্চিত করে রায় প্রদান করে। এ সময় নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা ফজলুল হক আমিনী রহ. ও মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রহ. প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় আলেম। এছাড়াও চট্টগ্রামে দেশের সার্বভৌমত্ববিরোধী শান্তিচুক্তি বিরোধী আন্দোলনে দেশের আলেম সমাজ সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। এসব ক্ষেত্রে বায়তুল মোকাররমের সাবেক খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক রহ. সহ শীর্ষস্থানীয় সকল আলেম জাতির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন। যাতে করে পীর আউলিয়ার দেশ, লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এ পূণ্যভূমি ও আলেম ওলামাদের পদচারণায় মুখরিত বাংলাদেশকে একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারি।

ছেঁড়া দ্বীপ

জান্নাতুল তানজীম, ৬ষ্ঠ শ্রেণি

পৃথিবীর একভাগ জল আর তিন ভাগ পানি
স্রষ্টার লীলা দেখে বিস্ময় মানি।
ছেড়াদ্বীপে ঝিনুক আর প্রবাল বাহার
সকলই লীলা সেই প্রভুর জানি।

সাগরে সূর্য ডোবে কত মনোহর
জোয়ার ভাটার খেলা কত সুন্দর।
প্রবালে প্রবালময় ছোট দ্বীপখানি
স্রষ্টার দান আর কতটুকু জানি।

স্মৃতিতে দারুস্‌সুন্নাহ

আব্দুল্লাহ তামীম, আলিম পরীক্ষার্থী

প্রকৃতির কালো রজনী যেমন উষর সুষমা পানে অধীর আগ্রহ নিয়ে ছুটে যায়, তেমনি অসংখ্য বাসনা আর বুকভরা আশা নিয়ে জ্ঞানের মধু আহরণের জন্য ভ্রমরের ন্যায় এসেছিলাম এই ফুল বাগিচায়। কিন্তু দিবারাত্রির ক্রমধারায় সময়ের স্রোত তীরে আছড়ে পড়ল। কিন্তু এমন এক সুরে বেজে উঠল পরীক্ষার জয়গান। যেন হঠাৎ কানে ভেসে আসলো বিচ্ছেদের ঘনঘটা ।

অন্ধকার অন্ধকারকে দূর করতে পারে না, তাকে দূর করতে চাই আলো।

তেমনি মূর্খতাকে মূর্খতা দূর করতে পারে না,তার জন্য চাই শিক্ষা।

সেই মূর্খতাকে দূর করে বিদ্যা অর্জনের জন্যই এসেছিলাম দারুস্‌সুন্নাহ কাননে। সময়ের স্বল্পতার কারণে বুঝে উঠতে পারিনি এই দারুস্‌সুন্নাহকে। কিন্তু আজ মনে পড়ে যাচ্ছে হৃদয়ে জমা কতশত স্মৃতি। আর সেই স্মৃতি শুধু হৃদয়ের গহীনে স্মৃতি হিসাবেই ঠাঁই পেতে যাচ্ছে এইক্ষণে।

আমি এই শিক্ষাঙ্গনের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পূণ্য পাঠদানের কলাকৌশল কোন দিনই ভুলতে পারবো না। বিশেষ করে আমাদের অধ্যক্ষ স্যারের কথা, তিনি মাঝেমাঝেই আমাদের ক্লাশে গিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলতেন যার উপকারিতা বর্ণনা করার মতো সাধ্য আমার নেই। তবে আমার যতটা মনে পড়ে অধ্যক্ষ স্যার প্রায়ই একটা কথা বলতেন যে, শিক্ষা অর্জন করবে জাতিকে কিছু দেয়ার জন্য, জাতির স্বার্থে, নিজের স্বার্থে নয়। সেই কথাটার গুরুত্ব আমি এখনও পর্যন্ত অনুধাবন করি। অতএব আমরা এমন শিক্ষা অর্জন করতে চাই, যে শিক্ষা দ্বারা গোটা জাতির উপকার হবে।

আরেকজন স্যারের কথা না বললেই নয় প্রভাষক হারুনুর রশিদ স্যার যিনি সর্বদা আমাদের উৎসাহ দানে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি যাবতীয় কথা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন।এ ছাড়া দারুস্‌সুন্নাহর সাধারণ এবং বিজ্ঞান বিভাগের সকল শিক্ষকই অনেক মেধাবী এবং খুবই পরিশ্রমী, সকলেই আমাদেরকে অনেক আদর করেছেন এবং নিজের জ্ঞানের ভান্ডার থেকে পুরোটাই আমাদের দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তারা সর্বদাই অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং প্রতিষ্ঠানকে নিয়েই অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকেন।

আমাদের আলিম পরীক্ষা প্রায় সমাগত, এ সময়টাতে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন আসাতিজায়ে কেরামের সাহায্য সহযোগিতা ও পরামর্শ আশা করি আমাদের চলার পথকে আরো সুগম করবে। ইনশাআল্লাহ

হে পিতৃতুল্য প্রিয় উস্তাদগণ! বিগত দু'টি বছর চলার পথে অনেক অপরাধ করে ফেলেছি আমাদের অজান্তে, মেনে চলতে পারিনি আপনাদের সঠিক পথের আদেশ। আজ এই বিরহলগ্নে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই। দয়া করে নিজ সন্তানের মতো মনে করে আমাদের ক্ষমা করে দিবেন।

হে প্রাণপ্রিয় ভাই ও বোনেরা !!

কালের পরিক্রমায় ঘনিয়ে এলো আমাদের ক্ষণিকের বিচ্ছেদলগন। হৃদয় আকাশে তোলপার করছে অশান্ত কালো মেঘের দল। বেজে উঠেছে বিরহ বাঁশরী । চোখের কোণে টলমল করছে একরাশ অশ্রু, সময়ের ব্যবধানে বন্ধুত্বের আদলে গড়ে উঠেছিল আমাদের সম্পর্কের গভীর মিতালী।

হে আল্লাহ!
কোন কালেও যেন বিচ্ছেদ না ঘটে এই প্রাণের বন্ধনের।
বারবার মনে পড়ছে দারুস্‌সুন্নাহের পুষ্প কলিদের ও প্রস্ফুটিত ফুলদের।
হে দারুস্‌সুন্নাহ!
তোমাকে ঠিক ততটাই ভালোবাসি,যতটা ভালোবাসা আছে দিলে
মনের অজান্তেই তুমি, অন্তরে মিশে গিয়েছিলে.....

আমি দুঃখিত প্রিয় প্রকৃতি

মুশফিকুর রহীম, আলিম পরীক্ষার্থী

বোকা প্রকৃতি!
তুমি কি ভাবছো আমার সব প্রেম আমি তোমায় বিলিয়ে দিয়েছি?
তোমার নামে উৎসর্গ করেছি আমার সবটুকু ভালোবাসা?
নাহ্! আমার মৌনবাসনা তুমি বুঝতেই পারো নি ।
শুধু প্রভুকে ভালোবাসবো বলেই না আমি ভালোবেসেছি তোমাকে,
তোমার সুবিশাল আকাশ দেখে প্রিয় প্রভুর সুমহান মহত্বগাথা গাইবো
ভেবেই তোমাতে প্রেম ছিল আমার।
তোমার ঝর্ণাধারার কলতান শুনে আমি লিখতে চেয়েছি
প্রভুর গুণগান।
পাখিদের কিচিরমিচির কন্ঠে আমি খুঁজেছি সেই গানের সুর।
তোমার বুকে প্রতিদিন ফোটা কোটি কোটি রঙবেরঙের ফুলে
আমি খুঁজেছি আমার প্রভুর রূপ।
সেই পুষ্পসুবাসে আমি খুঁজে ফিরেছি প্রভুপ্রেমের আকুল ঘ্রাণ।
তোমার জমীন থেকে আমি শিখে নিয়েছি
কিভাবে করতে হয় প্রভুপ্রেমের সাধনা।
অসীম ধৈর্য নিয়ে খোদাকে পাওয়ার আকুল আকাঙ্খা
আমি বুঝে পেয়েছি পাহাড়কে দেখে।
আমি দুঃখিত প্রিয় প্রকৃতি,
ভালোবাসার এ মিথ্যে অভিনয়ের জন্য।
কি করবো বলো!
আমার প্রভুই যে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন এইভাবে তাঁকে খুঁজে নিতে!
সুতরাং তুমি তাঁর দরবারে নির্দ্বিধায় পেশ করতে পারো তোমার যত অভিযোগ!

ভাল শিক্ষার্থী হওয়ার উপায়

হাজী ইব্রাহীম, আলিম পরীক্ষার্থী

পৃথিবীতে মানুষ যত কাজই করে তার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি থকে । ঐসব নিয়ম পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ অনুসরনেই কেবল সফলতা অর্জিত হয় । গাড়ী চালক নিয়মের বাইরে গাড়ী চালাতে পারে না,চালালে দুর্ঘটনা অবধারিত । নিয়ম নীতির বাইরে ব্যবসা বানিজ্য করা যায় না ।করলে ব্যর্থতা অনিবার্য । ফসলি জমিতে যদি হাল দেয়া না হয় এবং বীজ ছিটানোর পূর্বে জমিনকে যদি সম্পুর্ণরুপে প্রস্তুত করা না হয়,তাহলে সে জমিন থেকে ফসল আশা করা যায় না । তদ্রুপ একজন ছাত্র যদি তার শিক্ষা জীবনের সুদীর্ঘ সময় ইলম হাসিলে যে আদব ও নিয়ম আছে তার অনুসরন না করে,তাহলে সেও ইলমের কিনারা বিহীন সমুদ্র থেকে কিছুই অর্জন করতে পারে না । পারলেও তা দ্বারা আল্লাহর মারেফাত হাসিল হবে না । বর্তমান জামানায় ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষা জীবনের এ সুদীর্ঘ সময় ইলমের পিপাসাই পায় না । পরিশ্রম ও মেহনাত করা তো পরের কথা । ইলম তার অন্বেষনকে ততক্ষন পর্যন্ত তার ডাকে সারা দেয় না যতক্ষন পর্যন্ত অন্বেষনকারী তার সব কিছুই ইলমের জন্য উৎসর্গ না করে। প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই ও বোনেরা লাগাতার দশ বছর বা কার চেয়ে বেশি সময় কাল ইলমে দ্বীনের ময়দানে অবস্থান করি,অথচ ফলাফলের হিসাব যখন মিলাতে বসি তখন দেখি কিছুই অর্জিত হয়নি এ দীর্ঘকাল, এর কারণ কি? কারন অনেকগুলো, যেমন ইখলাসের অভাব,ইখলাস ব্যতীত কোনো আমলই কবুল হয় না। পরিশ্রম করি না ঠিকমতো, অথচ পরিশ্রম মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেয় । আমরা সময়ের দিক লক্ষ করি না,অথচ সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না ।উস্তাতগনের সম্মান ও কদর করি না,অথচ তাদের দোয়ায় আমরা এগিয়ে যাব ।

নেই আমাদের ভিতর কুরান হাদিসের আমল,রাসূল (স) বলিয়াছেন আমি দুটি জিনিস রাখিয়া গেলাম,যারা এ দুটি আতকে ধরবে তারা কক্ষনো পথভ্রষ্ট হবে না ।নেই আমাদের ভিতর রাসূল (স) এর অনুসরন । অথচ রাসূল (স) এর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। প্রিয় ছাত্র ছাত্রী ভাই ও বোনেরা, এগুলা থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে,এবং করনীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে অবগত হতে হবে । ইলম হল আল্লাহর এক প্রকার নুর,যা কোন পাপী ও গুনাহগার কে দেয়া হয় না ।

আমাদের উচিত সর্ব প্রথম অসৎ কাজ এবং মন্দ অভ্যাস পরিহার করা । মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইলম হাসিল ও আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন

প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা

মরিয়ম শরীফ , অষ্টম শ্রেণি

একজন সাধু ব্যক্তি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন । এখানে ঘোরেন, ওখানে ঘোরেন । লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন । মানুষের উপকার করার চেষ্টা করেন ।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখলেন, পথে একটা কুকুর প্রচ- পিপাসায় প্রায় মরো-মরো অবস্থায় পড়ে আছে । কুকুরটার প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত ।

কাছেই ছিল একটা পানির কূপ । কিন্তু সেখানে পানি উঠানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না । লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মাথার পাগড়ি খুলে ফেললেন । পাগড়ির সাথে টুপি বেঁধে সেটা নামিয়ে দিলেন কূপের মধ্যে । এতে সামান্য একটু পানি উঠে আসল । তিনি এভাবে কয়েকবার চেষ্টা করে কুকুরটাকে পানি পান করালেন । ফলে কুকুরটা যেন আবার জীবন ফিরে পেল ।

একজন পথিক তার এই ঘটনা লক্ষ্য করে তাকে বলল, "ভাই, অবলা জীবটার জীবন রক্ষা করার জন্য আপনি নিজের পাগড়ি নষ্ট করে ফেললেন?"

লোকটি বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিল, "যার জীবন আছে তার প্রতি আমাদের দয়া দেখানো উচিত । প্রকৃতি-রাজ্যে কত বিচিত্র প্রাণী রয়েছে । সকলের জন্যই আমাদের ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন । হৃদয় ছাড়া একজন মানুষ কখনোই বড় হতে পারে না ।"

যে আমলে শরীর পবিত্র হয়

মোঃ লোকমান হোসেন, দাখিল নবম শ্রেণি

কোন ব্যক্তি যদি বিসমিল্লাহ বলে অযু করে তা হলে আমল নামা লেখার কাজে নিয়োজিত ফেরেস্তাগন তার আমলনামায় সাওয়াব লেখতেই থাকবে, যতক্ষন পর্যন্ত এই অযু নষ্ট না হবে ।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) আমাকে ডেকে বললেন "হে আবু হুরায়রা ! তুমি যখন অযু করবে তখন বলো بسم الله والحمد لله তাহলে তোমার অযু নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ফেরেস্তারা তোমার জন্য সাওয়াব লেখতেই থাকবে – (তাবারানি - ১২২)

আরেক হাদিস এ রয়েছে, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অযুর শুরুতে "বিসমিল্লাহ " না বলে তার অযু হয় না । (তিরমিজি : ২৫)

অযুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ না থাকলে অযুর পূর্ণাঙ্গ ফজিলত ও বরকত অর্জন হয় না সুন্নাত অনুযায়ী অজু করলে যে ফজিলত ও বরকত পাওয়ার কথা তা সে পাবে না। যদিও এই অজু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হয়েছে । কিন্তু অজুর দ্বারা যতটুকু সাওয়াব হওয়ার কথা তা হয়না। কারণ, সে অজুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ"বলেনি ।

অন্য বর্ণনায় আছে, কোন ব্যক্তি যদি "বিসমিল্লাহ" পড়ে অযু করে তা হলে তার গোটা শরীর পবিত্র হয়ে যাবে আর যে ব্যাক্তি "বিসমিল্লাহ "ছাড়া অযু করলো সে গোটা শরীরকে পবিত্র করতে পারলো না, শুধু অযুর জায়গাটুকু পবিত্র করলো । (দারুল কুতনি - ২৩৯)

চেহারা ধুয়েছে চেহারা পবিত্র হয়েছে, হাত ধুয়েছে হাত পবিত্র হয়েছে, কপাল ধুয়েছে কপাল পবিত্র হয়েছে, পা ধুয়েছে পা পবিত্র হয়েছে , শুধু মাত্র অজুর স্থানগুলো পবিত্র হয়েছে , গোটা শরীর পবিত্র হলো না । এজন্য প্রত্যেক মুসলমানকে "বিসমিল্লাহ "পড়ে অযু করা উচিত, তা হলে আল্লাহ তায়ালা গোটা শরীরকে পবিত্র করে দিবেন ।

*অযু করে নামায পড়লে যতক্ষণ অযু থাকবে ততক্ষণ সাওয়াব হতেই থাকবে । অযুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ ।

স্বপ্ন

শারমীন শরীফ

ঘুমিয়ে তুমি যা দেখো
তা কখনোই স্বপ্ন নয়,
লক্ষ্যজয়ের তীব্র আশা
সেইটাকেই যে স্বপ্ন কয় ।
মনে তোমার সুপ্ত আশা
তাই তো তোমার স্বপ্ন,
স্বপ্নজয়ের লক্ষ্য নিয়েই
কাটুক তোমার লগ্ন ।

Importance of Madrasah Education

Lovely Akter, -Alim Examinee

The development of any nation depends on its educational system & it's proven over a period of time that education is the key to human prograss & social change. Education is one of the important factors for political,social & economic development of individual or community.

Education holds the key for empowerment of Bangladesh Muslims. Madrasahs are centres of free education; they are the nucleus of cultural & educational lives of Muslim. The Madrasas are an invaluable instrument of traditional education but they' ve also played a vital role in spreading literacy amongst the down trodden segments of Muslim society.

Several Madrasah not only offer free boarding & lodging. Madrasah server as a vehicle for articulating Islamic cultural heritage & universal values that are deeply embeded in the tradition, consiousness & indentity of Muslim community. The BGB government in Maharashtra has derecognised Madrasas which only educate studets in Islam without offerning other formar subjects as Maths, Science & History.

As a matter of fact Madrasas are a part of formar education & several students have gained admission in universties & top colleges of Bangladesh. Several nated authars like Muslim premchand were products of Madrasah. The sachar committee (2006) report delved deeply into the educational status of Muslim. The findings showed that Muslims were the most eductionally backward community in the country. Comprising rearly 90% of Bangoladesh's population, Muslim enrolment at the primary school lever (class -5) was a meger 92.39% of total enrolment figures for 2006-07. Education occupies a unique role in the process of empowerment of minorities especially Muslim in the

contemporary Bangladesh context As the Muslim community has lagge behind educationally over decades.
It is necessary to advance, foster & promote education at quicker pace and as a matter of priority. After Indonesia, Bangladesh is home to the largest number of Muslim in any single country in the world. Madrasrs are religious educational institutions through which Muslim oommunity ensures future generation acquires knowledge of Islam. Madrasas, both in historcal origin and perception, seek to preserve religious tradition & are seen as an important instrument of identity maintenance.

It is needless to mention the great contribution that Madrasas have given in the cause of freedom struggle. From 1857 to 1947 they never compromised with the British gobarment & always held aloft the torch of freedom. I Madrasas not only partipate enthusiatically in the 1857 revolution but also they also provided leadership to the movements at various places. Reshmi Rumal Tahrik was purely an Ulama-based movement. Jamiatul Muslim, which came in to being 1919, was the laragest platfrom for ulaams. It was Jamiatul Ulama muslim that cooperated in the nationalist movemeent of the congress party and inspried the plan of complete. Fredom and non-coopretion.

Madrasah educated people vehemently opposed the two nation theory & creation of pakistan too. Madrasah teachers & students, such as Maulana obaoidullah sindhi & Maulana Barkatullah khan Bahopali were among the first Indians to demand complete freedom for India, at a time when Hindu and Muslim communalis groups were supporting the British. Madrasas are the greatest NGOS in the world that promote education among the people. Madrasas & maktabs offer free educatin, free boarding & free books. Madrasas have thus been plaving an important role in promoting literacy & nationalistic spirit among the Muslims, who nufortunately have the distinction of being, along with the Dalits,the least educated community in Bangladesh.

Madrasas are meant for theological studies but have also produced many scholars & learnsd men. Madrasas were among the first institutions to take the path of generalization & modernization of education. The service rendered by Madrasas is an established fact. In Bsngladeh, these Madrasas have played an important rol in the survival of Islamic practices, publication & disseminai of Islamic literature, protection of Islamic faith & development of culture & civilization apart from contributing to the development of country. However, in recent times there have been some shortcomings in the Madrasah education system, which can be stated as follows.

Necessaries of Students

Md:Ibrahim – Alim Examinee

Man has three duties. Duty towards Allah, duty towards parents and duty towards mankind. The students are future citizens and architects of the nation. The primary duty of a student is to learn. But in these days study alone is not enough for a student. The can play an important role in removing illiteracy among the masses. The can utilize their vacation in giving basic education to the illiterate people. A student has many duties which to acquire knowledge. But he should not confine himself to the books only. During his leisure, he has to do other duties too, he should read newspaper, interesting books, such as novels and poems. Thus a student can make himself an ideal citizen. Good character is the most important thing of human life. If character is lost all is lost. Truthfulness is the best source of character. So a student must be truthful. He should keep good company. A student must know that knowledge is power. And this acquisition of knowledge comes through constant exercise of perseverance.

حسن الخلق

محمد عبد الرشيد - محاضر العربى

الحمد لله الذي امرنا ان نتخلق بالاخلاق الحسنت. والصلاة والسلام علي النبي الذي بين لنا مكارم الاخلاق. وعلي اله واصحابه الذين هم اولوا الاخلاق الطيبة. حسن الخلق هو التصاف بالصفات المحمودة والامتثال بالمامورات والمعروفات التي بينها الله في كلا مه المجيد وارشد اليها النبي (ص)باقواله وافعاله ومعاملاته ومعاشراته في شؤن حياته كلها. معيار حسن الخلق هوالله تعالي فانه قال:"صبغة الله ومن احسن من الله صبغة" ثم معيار حسن الخلق هو الخلاق رسول(ص) قال تعالي:

"لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة "

وبقاءالقوم والامة مع بقاء اخلاقهم وذهابهم مع ذهاب اخلاقهم كما قال الشاعر احمد شوقي :

"انماالامر بقوا اخلاقهم مابقيت*فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا"

ان حسن الخلق هو شعب الايمان وان الله تعالي انزل القران وارسل الرسول لاخراج الناس من الخلاق السيئة الي الاخلاق الحسنة كما قال تعالي: "كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم اياتناويزكيكم ويعلمكم الكتاب" لا بد ان نأخذ الاخلاق الحسنة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

علينا ان نتبع اخلاق رسول (ص)وان نتخلق باخلاق حسنة ونجتنب عن الاخلاق الرذيلة

কা ব্য স ম্ভা র

অহংকার
মাহদী বিন ফিরোজ, হিফজ বিভাগ

তুমি ফর্সা আমি কালো,
মা'বুদেরই সৃষ্টি
আমার প্রতি তোমার কেন
অন্যরকম দৃষ্টি?

তুমি থাকো দশতলাতে
আমি গাছতলায়,
তাই বলে কি ঘৃণার দৃষ্টি
ছুড়বে আমার গায়?

হে আমার প্রিয় উস্তাদগণ!
খাদিজা আক্তার

বহুদিন ধরে কতইনা কষ্ট করে
শিক্ষা দিয়েছেন এই আমাদেরে ।
হে মোদের প্রিয় ওস্তাদগণ
আপনারা ছিলেন আমাদের আপনজন ।

আজ থেকে মোরা নামছি অন্যপথে
থাকবো সেথায় সবাই সবার মতে ।
হে মোদের হৃদয়ের ওস্তাদগণ
যাবার বেলায় করি এই নিবেদন ।

অন্তর থেকে মোরা চাইছি ক্ষমা
হাত পেতে করজোরে ।
যাচ্ছি চলে আমরা সবাই
দোয়া চাই মিনতিভরে ।

নামায
মেহেরুন্নেছা, আলিম পরীক্ষার্থী

মাগো আমি উঠব ভোরে
পড়ব আমি নামাজ ।
শুনতে ভাল লাগে আমার
আজানের ঐ আওয়াজ ।
কেন মোরা ঘুমিয়ে থাকি,
আল্লাহ মোদেও ডাকেন ।
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে,
আল্লাহ খুশি হন ।
এই জীবন নয়কো আসল,
পরের জীবন সব ।
সুখ-দুঃখের সব খবর
শেষ বিচারের পড় ।

মুসলিম হিসাবে আমাদের বলা উচিত
ফাতেমাতুজ জোহরা, ৬ষ্ঠ শ্রেণী

আমরা বলব না hello ,
বলব আস্‌সালামু আলাইকুম ।
আমরা বলব না ok,

বলব ইনশা আল্লাহ।
আমরা বলব না I am fine ,
আমরা বলব আলহামদুলিল্লাহ।
আমরা বলব না wow
বলব সুবহান আল্লাহ।
আমরা বলব না Thank you
বলব জাযাকাল্লাহু খাইরান।

সান্তনা

ইব্রাহিম খলিল, দশম শ্রেণি

আজ কাজ নেই কোন আর
আজ অসার আমার সংসার।
শুধু বিদায়ের গান গাওয়ার
যেন সাঁঝ এসেছে আমার।
আজ ক্ষমা কর বন্ধু মোরে
সিন্ধু পাপ দাও বিন্দু করে।
যারে বাঁধিনি প্রেমের ডোরে
সেও পাপ দাও ক্ষমা করে।
আমিও এক বেহুশ মানুষ
উড়ায়েছি স্বপ্নের ফানুস।
দিয়েছি হয়তো ইন্দ্রিয়ে ঘুষ
ফেরেশতা নয় আমিও মানুষ।
পাপ-পূণ্যেও মানুষ আমি
ভালো মন্দেই দামী-বেদামী।
সকলের কাছে ক্ষমাকামী
শূন্য আমার পূণ্যে কর দামী।

প্রিয় বটবৃক্ষ !

নাসরিন সুলতানা, আলিম পরীক্ষার্থী

হে প্রিয় বটবৃক্ষ !
আমরা ক'জন জীবন পথের পথিক,
লক্ষ্যহীন পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে
আশ্রয় নিয়েছিলাম তোমার ছায়ায়।
তুমি ভীষণ পরোপকারী,
আমাদের ফল দিলে, ছায়া দিলে
ফুলের সুবাসে করলে বিমোহিত।
আর স্বার্থপর আমরা তোমাকে কষ্টই দিয়ে গেলাম শুধু,
তোমার পাতা ছিড়লাম, ডাল ভাঙলাম
তোমার দেহে আঁচড় কেটে রক্তাক্ত করলাম তোমাকে।

প্রিয় বটবৃক্ষ!
তাকিয়ে দেখো,
আজ আমরা চলে যাচ্ছি তোমার সুনিবিড় ছায়া ছেড়ে।
আমাদের পাথর হয়ে যাওয়া হৃদয়
আজ গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে
তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই।
এ কেমন মায়ায় জড়িয়েছো তুমি আমাদের!
বিদায়ের বেদনা যে এতটা কঠিন আগে তো কখনো বুঝিনি আমরা!
তবে কেন আজ ভেঙে যাচ্ছে আমাদের অন্তর ?
দু'চোখ বেয়ে কেন নেমে আসছে কান্নার অশ্রুধারা!
জেনে রেখো প্রিয় বটবৃক্ষ,
আমরা মনের অজান্তেই কখন যেন
তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি ভীষণ করে।
তাই হয়তো তোমাকে ভুলতে পারবো না কখনোই!
আচ্ছা প্রিয় বটবৃক্ষ!
তুমি কি আমাদের ভুলে যাবে....?

সেই ছেলেটা

খালিদ সাইফুল্লাহ

*খুব চুপচাপ একটি ছেলে
ভাবছে কি যে সময় পেলে
কোন আকাশে মেলছে ডানা
কোন সাগরে ডুব ।
সেই ছেলেটা নীরব দেখে
তাকায় যে লোক বাঁকা চোখে
কেউ ভাবে সে ভীষণ ভাবুক
অহংকারী খুব ।*

*সেই ছেলেটা দিন কি রাতে
যায় খেলে যায় নিজের সাথে
ভেতর ভেতর সব করে সে
বাইরেতে সুনসান ।
দূর থেকে তাই সবাই ভাবে
আনন্দ সে কোথায় পাবে
তার মাঝে তো কিচ্ছুটি নেই
প্রেম বা অভিমান ।*

*সেই ছেলেটার কাছে এসে
কেউ দেখেনা ভালোবেসে
তার মনে কি ঢেউ খেলে যায়
বাঁধভাঙ্গা কোন সুখ ।
নাকি ছেলে এমনি হাসে
দু:খটাকে রেখে পাশে
অন্তরে তার কষ্ট ভাসে
গুমরে ফাটে বুক ।*

বিদায় ক্ষণে

আফরোজা, আলিম পরীক্ষার্থী

বিদায় ক্ষণে বলছি তোমাকে
তুমি ছিলে হৃদয়ের বাধনে ।
হাসিমুখে নিলাম বিদায়
লুকিয়ে মনের ব্যথা গোপনে ।

সকাল দুপুর সন্ধা রাতে
যখন তোমায় পড়ে মনে ।
অশ্রু যেন বান ডেকে যায়
আমার এ দুই নয়নে ।

জীবনের এই যাত্রাপথে
চলেছি তোমার সাথে ।
হয়তো চলে যাব আমি
তবু থাকবে হৃদয়পাতে ।

যদি আমি পথ ভুলে

নীলা আক্তার ,আলিম পরীক্ষার্থী

যদি আমি পথ ভুলে
কোন দিন যাই চলে
জড়াই অবুঝ মনে কারো মিছে মায়ায় ।
তুমি কি ফেরাবে মোরে
তোমার আপন করে
আলয় কি দেবে তব স্নেহ ছায়ায় ।

যদি আমি ভুলি পথ
দিও প্রভু হিম্মত
তোমার পথেই যেন ফিরে আসি ফের ।
তোমারই পানে চেয়ে
তব গান গেয়ে গেয়ে
পথ যেন যায় খুলে এই পথিকের ।

মেঘ

নাসিমা আক্তার, আলিম পরীক্ষার্থী

বাতাসেতে ভর করে
ছোটে মেঘের দল ।

এই ধীরে এই জোরে
এই ঝরায় জল ।

কখনো দল বেধে
কখনো একেলা,
আকাশের নিচে দেখি
মেঘ করে খেলা ।

পৃথিবী থেকে মেঘ
থাকে কত দূরে,
ইচ্ছে করে মেঘের সাথে
যাই যেন উড়ে ।

পাখির মেলা

আফসানা, আলিম পরীক্ষার্থী

আকাশ পথে উড়ে গেল
ছোট্ট একটি পাখি ।
আয় আয় আয় সেই পাখিটার
নামটি ধরে ডাকি ।

বুলবুলি না শালিক ছিল
শ্যামাও হতে পারে!
পড়ল ছায়া ওপর থেকে
ওই নদীটির ধারে ।

নামল পাখি ডানায় চড়ে
ওই গাছটির ডালে ।
যেই নামল অমনি যে তার
ছায়া পড়ল খালে ।

ছাত্র আমি

গোলাম রব্বানী, হিফজ বিভাগ

হিফজ বিভাগের ছাত্র আমি
খোদার কালাম পড়ি ।
পড়ালেখার পাশাপাশি
নামায রোযাও করি ।
সুন্দর করে পড়ি কুরআন
পরাণ জুড়ে যায় ।
এত সুন্দর কালাম কোথাও
খুঁজে পাওয়া দায় ।

গোলাপ ফুল

মারিয়া আক্তার, ৮ম শ্রেণি

টুকটুকে লাল পলাশ ফুল
বাগান করে আলো,
তা ছেড়ে লোক কেন বলে
গোলাপ সবার ভালো?

গোলাপ ফুলের মধুর সুবাস,
গন্ধবিহীন রঙিন পলাশ,
গুণ না থেকে রূপ থাকলে
কে চায় তারে বলো?

মা

সুমাইয়া আক্তার আয়শা, দশম শ্রেণি

বাড়ির পাশের ছোট্ট ঘরের পাইনা রে খবর
যেথায় আমার মা জননী ঘুমেতে বিভোর ।
গেল বছর ফাগুন মাসে সাদা কাপড় পরে
মা যে আমার হারিয়ে গেল ছোট্ট সেই ঘরে ।

এত ডাকি তবুও মা খোলে না তো দোর
মাগো তোমায় ভেবে আমার কাটে যে প্রহর ।
কেমনে আপন করলে গো মা সাড়ে তিন হাত মাটি
তোমায় ছাড়া আমার জীবন হয় না পরিপাটি ।

হা স তে মা না

*অন্ধকে একজন বললো,দুধ খাবে?

- দুধ কি রকম?

-সাদা,

-সাদা কি রকম?

- বকের মতো,

-বক কি রকম?

লোকটা তাঁর কনুই থেকে বক দেখানোর মতো বাঁকানো হাতের আঙুল পর্যন্ত অন্ধের হাতে বুলিয়ে দিলো। অন্ধ ভয় পেয়ে বললো,

-বাপ্‌রে! আমি খেতে পারবো না। ওই জিনিস আমার গলা দিয়ে ঢুকবে না।

**

শিক্ষক: -বলোতো কায়েস, শিক্ষকের স্থান কোথায়?

কায়েস: কেন স্যার, আমার পিছনে।

শিক্ষক: শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতে শেখনি, তোমাদের দ্বারা কিছুই হবে না,

কায়েস: কেন স্যার? আমার বাবা তো প্রায়ই বলেন, তোর পিছনে কত শিক্ষক লাগালাম,তবুও এ+ পেলে না!

**

খরিদ্দার: বাহ্! রুটিটা তো ভারি সুন্দর আর গরম!

দোকানদার: তাই তো হওয়া উচিত ম্যাডাম, আমার বিড়ালটা সারা সকাল ওটার ওপর বসেছিল।

**

প্রথম বান্ধবী: তোমার স্বামী কেমন আছেন?

দ্বিতীয় বান্ধবী: ও, তার মতো ভাগ্যবান হয় না। কালই মাত্র সে একটা ইনশিওরেন্সের পলিসি নিয়েছিল আর আজই কি আশ্চর্যজনকভাবে রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়লো।

সংগ্রহে : শারমিন আক্তার, আলিম পরীক্ষার্থী

নতুন জামাই এসেছে শ্বশুর বাড়িতে। সকালে মুখ ধোয়ায় পর শালী এসে ক্রিম দিল মুখে লাগাতে। কিন্তু বোকাসোকা জামাই ক্রিম টিপে টিপে খেয়ে ফেলল। মেয়েপক্ষ এসে জামাইয়ের ছোট ভাইকে ধরল,

-কি হে! তোমার ভাই বোকা নাকি? মুখে দেয়া ক্রিম খেয়ে ফেলেছে!

-ভাইজান আসলে একটা বোকা, ক্রিম যে ব্রেড দিয়ে খেতে হয় এটাই জানে না।

**

মা তার ছোট ছেলেকে পাঠিয়েছে মুরগির ডিম কিনে আনতে। ছেলেটি দোকানে গিয়ে বলল।

ছেলে : আপনার দোকানে ডিমগুলো কার?

দোকানদার : আমার !

ছেলে : না, তাহলে অন্য দোকানে যাই। কারণ মা বলেছেন মুরগির ডিম কিনে নেয়ার জন্য।

**

গাড়ির ধাক্কা খেয়ে একটি ছেলে আহত হল। আহত ছেলেকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলেন তার বাবা।

ডাক্তার : দুঃখিত আপনার ছেলেকে বাঁচাতে পারলাম না । হি ইজ ডেড।

আহত ছেলে : বাবা! আমি বেঁচে আছি।

বাবা : ওরে হাঁদারাম, চুপকর , তুই কি ডাক্তারের চেয়ে বেশি জানিস ?

**

ছেলে : মা, জানো আজকে আমি একটা ভালো কাজ করেছি।

মা : কী করেছো ?

ছেলে : পাশের বাড়ির আঙ্কেলকে তাড়াতাড়ি অফিসে পৌঁছাতে সাহায্য করেছি।

মা : কিভাবে?

ছেলেঃ আঙ্কেলের পিছনে একটা পাগলা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছি।

সংগ্রহে : ফাতেমাতুয যোহরা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الِاقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ، وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ

হযরত ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন জীবন ধারণের অর্ধেক হলো ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা, বুদ্ধির অর্ধেক মানুষকে ভালবাসা এবং জ্ঞানের অর্ধেক উত্তম প্রশ্ন করা

কোন কালে জয়ী হয়নিকো একা পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে, বিজয়ী লক্ষ্মী নারী।
কাজী নজরুল ইসলাম

আলিম পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থীবৃন্দ-২০১৭

	নাম: খালিদ সাইফুল্লাহ পিতা: আব্দুল গফুর মাতা: উম্মে কুলসুম ডেমরা, ঢাকা মোবা: ০১৯৮১৩৪৮৪৭১ রোল: ১০২৩৪৩		নাম: জাহিদ উল্লাহ রাকিব পিতা: সফি উল্লাহ মাতা: জান্নাতুল ফিরদাউস বরুড়া, কুমিল্লা মোবা: ০১৮৩৩৪১৮৩৯৬ রোল: ১০২৩৫০
	নাম: ইব্রাহিম পিতা: ইসমাইল মুন্সী মাতা: কহিনুর বেগম গলাচিপা, পটুয়াখালী মোবা: ০১৭৭৬৬১২২৯২ রোল: ১০২৩৪১		নাম: আব্দুল্লাহ তানিম পিতা: জহিরুল হক মাতা: তাসলিমা আক্তার মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর মোবা: ০১৭০৪৮২৮০১২ রোল: ১০২৩৩৯
	ইবরাহিম খলিল পলিন পিতা: শহিদুল ইসলাম মাতা: আম্বিয়া বেগম কালকিনি, মাদারীপুর মোবা: ০১৭৬৮৮৫১১৬৪ রোল: ১০২৩৪৪		নাম: ইবরাহিম পিতা: আবু বকর মাতা: নূরনাহার সদর, নারায়ণগঞ্জ মোবা: রোল: ১০২৩৫৩
	নাম: মুশফিকুর রহমান পিতা: সিদ্দীকুর রহমান মাতা: পারুল বেগম গৌরনদী, বরিশাল মোবা: ০১৭৯৬৪৬০৩৩৩, রোল: ১০২৩৫২		নাম: শহিদুল ইসলাম পিতা: মুহিব্বুল্লাহ মাতা: শামসুন নাহার নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা মোবা: রোল: ১০২৩৪২
	নাম: জোবায়ের হোসাইন পিতা: ফখরুল ইসলাম মাতা: রিনা বেগম ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা: ০১৬২৭৪০৩০৬২ রোল: ১০২৩৪৬		নাজমুল হাসান সরকার পিতা: মুজাহিদ হুসাইন মাতা: নাজমা বেগম আম্বিয়াপুর, মতলব,চাঁদপুর মোবা: ০১৯৮১৭৬১০০৯ রোল:১০২৩৪৯

	নাম: শহিদুল ইসলাম পিতা: আব্দুস সালাম মাতা: শামসুন নাহার ভুইঘর, নারায়ণগ্ঞ্জ রোল: ১০২৩৪০		নাম: সোবহান খন্দকার পিতা: ফজর আলী খন্দকার মাতা: পারুল বেগম ভুইঘর, নারায়নগঞ্জ মোবা: ০১৬৮৮৩৮০০৬২ রোল: ১০২৩৪৮
	নাম: আবুবকর পিতা: আব্দুর রাজ্জাক মাতা: আরিনা বেগম ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা: ০১৯৫৭২৭৯৬৩৬ রোল: ২০০২৫৪		নাম: রিয়াদ হোসেন পিতা: সিরাজুল ইসলাম মাতা: মরিয়ম বেগম ভুইঘর,নারায়ণগঞ্জ মোবা: ০১৬২৭৪১৩২৯০ রোল: ২০০২৫৫
	নাম: মোশাররফ হোসেন পিতা: শাহজাহান হুসাইন মাতা: পারভিন বেগম বকচর, যশোর মোবা: ০১৬২৭৪৮৯৩৪৮ রোল: ২০০২৫৯		নাম: আল আমিন পিতা: আব্দুল মোত্তালিব মাতা: হালিমা বেগম ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা: ০১৭০৪৮২৮০১২ রোল: ২০০২৫৮
	নাম: আব্দুস সাত্তার ইমন পিতা: ইয়ার হোসাইন মাতা: সালেহা বানু ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা: ০১৬১১১৮২১৬১ রোল: ২০০২৫৬		নাম: হেলাল উদ্দীন পিতা: জাবের মাতা: নাসিমা বেগম সদর, নারায়ণগঞ্জ মোবা: ০১৭১০৬১৯০৭১ রোল:২০০২৬১
	নাম: ওমর ফারুক হাবিব পিতা: আমির হোসেন মাতা: পারভিন বেগম লাকসাম, কুমিল্লা মোবা: ০১৮৩৪০৯১৫২৪ রোল: ১০২৩৪৫		নাম: সাজ্জাদ হোসাইন পিতা: হাবিবুর রহমান মাতা: সাফিয়া বেগম ভুইঘর,নারায়ণগঞ্জ মোবা: রোল: ১০২৩৫৪
	নাম: মুজাহিদুর রহমান পিতা: আব্দুল কাইয়ুম মাতা: সুকানুর বেগম বন্দর, নারায়ণগঞ্জ মোবা: ০১৬২৫৭২৪৯৮১ রোল: ১০২৩৫১		নাম: রিয়াজুল ইসলাম পিতা: মজিবুর রহমান মাতা: তাজ নেহার ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা: ০১৬২৭৪১৩২৯০ রোল: ১০২৩৫৫

নাম: আলমগীর হোসাইন
পিতা: আব্দুর রাজ্জাক
মাতা: সাহারা খাতুন
ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ
মোবা: ০১৬৩২৮৯১১২৭
রোল: ২০০২৫৭

নাম: আব্দুর রহিম রিফাত
পিতা: সাখাওয়াত
মাতা: রিনা আক্তার
বন্দর, নারায়ণগঞ্জ
মোবা: ০১৮৩৯৮৩৬০০১
রোল: ২০০২৬০

নাম: শামসুদ্দীন হোসেন
পিতা: আনোয়ার হোসেন
মাতা: আনু বেগম
ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ
মোবা:
রোল: ১০২৩৪৭

নাম: সুমাইয়া আক্তার
পিতা: জাহাঙ্গীর আলম
মাতা: রাবেয়া বেগম
ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ
মোবা: ০১৯৬৩৭২১৫৮৮
রোল: ১০২৩৩২

নাম: আমিনা আক্তার
পিতা: রমজান আলী
মাতা: শিউলি বেগম
ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ
মোবা:০১৬৮৭৩৭৯৯২০
রোল: ১০২৩৩৫

নাম: নাসিমা আক্তার
পিতা: আবুল হাশেম
মাতা: মরজিনা বেগম
ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ
মোবা:০১৬২৩৮৪৩৫৪৬
রোল: ১০২৩৩৩

নাম: নীলা আক্তার
পিতা: নুর আলম
মাতা: মিনা বেগম
ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ
মোবা:
রোল: ২০০২৫০

নাম: মেহেরুন্ন নেসা
পিতা: সাইফুল আলম
মাতা: কহিনুর বেগম
ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ
মোবা:০১৬৭৪০৫৭৩৮৪
রোল: ২০০২৫১

নাম: আফসানা আক্তার
পিতা: আসলাম মাতবর
মাতা: আলো বেগম
ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ
মোবা: ০১৯৮২৬৭২৩৪২
রোল: ১০২৩৩৬

নাম: খাদিজা আক্তার
পিতা: মজিবুর রহমান
মাতা: রিনা বেগম
ভুইঘর,নারায়ণগঞ্জ
মোবা: ০১৭২৫০৪২৪১৮
রোল:২০০২৫৩

নাম: কলি আক্তার
পিতা: হাবিবুল্লাহ
মাতা: রাহিমা বেগম
ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ
মোবা:০১৭৮১১৯২২৯৭
রোল: ২০০২৫২

নাম: আফরোজা আক্তার
পিতা: আবুল কালাম
মাতা: আকলিমা
ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ
মোবা: ০১৭২৯৮৫২২৬৫
রোল: ২০০২৪৯

	নাম: নাসরিন সুলতানা পিতা: নাসিরুদ্দীন মাতা: লাইলী বেগম ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা: ০১৭৮৫৯৯৮৫২৮ রোল:২০০২৪৬		নাম: মোবাশ্বারা আক্তার পিতা: বশির মাহমুদ মাতা: মাসুমা বেগম ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা: ০১৯১৫৯৭০১৬৫ রোল:২০০২৪৮
	নাম: লাভলী আক্তার পিতা: ইসমাইল হোসেন মাতা: মমতাজ বেগম ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা:০১৯৫৯৮৬৩৭৫৬ রোল: ২০০২৪৭		নাম: শারমিন আক্তার পিতা: কামাল হোসেন মোল্লা মাতা: হোসনে আরা বেগম জালকুড়ি, নারায়ণগঞ্জ মোবা:০১৯২০১৪৯২৫৪ রোল: ১০২৩৩৭
	নাম: সুফিয়া আক্তার পিতা: রমজান হোসেন মোল্লা মাতা: সেলিনা আক্তার জালকুড়ি, নারায়ণগঞ্জ মোবা: রোল: ১০২৩৩৮		নাম: শিউলি আক্তার পিতা: আব্দুস সালাম মাতা: শামসুন নাহার ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ মোবা: রোল: ১০২৩৩৪

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً ، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. رواه الترمذي

আল্লাহ সে ব্যক্তিকে চিরসবুজ চিতরতাজা করে রাখবেন, যে আমার নিকট থেকে কোন কিছু শুনতে পেল ও তা অন্য লোকের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দিল। কেননা পরে যার নিকট তা পৌঁছিয়েছে সে প্রায়শই প্রথম শ্রোতার তুলনায় তাকে অধিক হিফাযাত করে রাখতে সক্ষম হয়েছে। (তিরমিযী)

মাদরাসা প্রকাশনা সমূহঃ

বার্ষিক ক্যালেন্ডার, স্মৃতিস্মারক (দাখিল, আলিম), শিক্ষাসফর স্মারক, দেয়ালিকা- আল-হেলাল (বাংলা), রিয়াজুল জান্নাহ (আরবি)।